রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৫, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ই আগষ্ট ১৯৯৮/২২শে শ্রাবণ ১৪০৫ বাং

এস,আর,ও, নং ১৭৩-আইন/৯৮আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৪)/৯৭—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিল। যথা :—

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৪৭/৯৬
২।	অভিযোগ মামলা	৩২/৯৫
৩।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৭/৯৬
৪।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	২২/৯৬

মূল্য : টাকা ১০.০০

১	২	৩
৫।	অভিযোগ মামলা	৬২/৯৬
৬।	অভিযোগ মামলা	৬৩/৯৬
৭।	অভিযোগ মামলা	৬৪/৯৬
৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা	২৯/৯৬
৯।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৫৫/৯৬
১০।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৬/৯৭
১১।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	২৩/৯৭
১২।	অভিযোগ মামলা	৩৮/৯৭
১৩।	অভিযোগ মামলা	৩৪/৯৭
১৪।	অভিযোগ মামলা	৪৮/৯৭
১৫।	আই, আর, ও মামলা	১৫/৯৭
১৬।	আই, আর, ও মামলা	৬৯/৯৭
১৭।	আই, আর, ও মামলা	২১/৯৩
১৮।	অভিযোগ মামলা	৬৯/৯৫
১৯।	আই, আর, ও মামলা	৩৩/৯৫
২০।	আই, আর, মামলা (আপীল)	২২৭/৯৫
২১।	অভিযোগ মামলা	২/৯৬
২২।	অভিযোগ মামলা	১৮/৯৬
২৩।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৬৬/৯৬
২৪।	অভিযোগ মামলা	৫৮/৯৭
২৫।	অভিযোগ মামলা	৫৫/৯৭
২৬।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	২৯/৭৭
২৭।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	১০/৯৭
২৮।	আই, আর, ও মামলা	১০/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী কেস নং ৪৭/১৯৯৬

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
১৩/৫, কে,এম, দাস লেন
ঢাকা-১১০০—বাদী।

বনাম

(১) মোঃ আবদুস সাত্তার, চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ হেন্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোঃ লিঃ।

(২) আনোয়ার হোসেন ফারুক, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ হেন্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোঃ লিঃ।

উভয়

১৩৭-৩৮, মতিঝিল বা/এ, বিএসসিআইসি ভবন (৮ম ফ্লোর),
ঢাকা-১০০০—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ৫-১-৯৮

মামলাটি স্বাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী উপস্থিত। জামীনপ্রাপ্ত আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক অনুপস্থিত। তাহার বিজ্ঞ আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তের কপি বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীকে সরবরাহ করা হইয়াছে। শুনিলাম এবং নথি দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল এবং আসামীর অনুপস্থিতিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯(খ)(১) বিধানমতে মোকদ্দমার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাদী হারুনুর রশিদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। বাদীর নিযুক্ত আইনজীবীর প্রদত্ত যুক্তিতর্ক শ্রবন করিলাম।

সংক্ষিপ্তাকারে বাদীর মোকদ্দমা এই যে, তিনি আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং মোঃ আবদুস সাত্তার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোঃ লিঃ এর অধীনে চাকুরীতে থাকা অবস্থায় ইং ১৬-১-৯৬ তারিখে চাকুরী হইতে রিট্রেন্সড হন। কিন্তু তাহাকে কোন আর্থিক সুবিধা না দেওয়ায় তিনি অত্র আদালতে ৬৬ নম্বর মজুরী পরিশোধ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমাতে অত্র মোকদ্দমার আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক, ডি,জি,এম,সহ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট কোঃ লিঃ এর বিরুদ্ধে ইং ২১-৭-৯৬ তারিখে রায় হয়। রায় মোতাবেক উক্ত তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তাহাকে (দরখাস্তকারীকে) ৯৩,৪১৮.১০ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি ইং ৭-৮-৯৬ তারিখে তাহার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য আসামীসহ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট কোঃ লিঃ সমীপে রায়ের অনুলিপিযুক্ত এক দরখাস্ত দাখিল করেন এবং তদসত্ত্বেও তাহাকে তাহার পাওনা প্রাপ্য পরিশোধ করা হয় নাই। তাহার রিট্রেন্সমেন্ট বেনিফিট আইন মোতা-

বেক পরিশোধ না করিয়া তিনি আসামী ডি,জি,এম-সহ মোঃ আব্দুস সামাদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোং লিঃ এর বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তি প্রদানের আবেদনে এক দরখাস্ত করা হয়।

বাদী হারুন-অর-রশিদকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। বাদী কর্তৃক দাখিলী রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি এবং বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোং লিঃ এর memorandum and Articles of Associations পর্যালোচনা-ক্রমে দাখিলী দরখাস্তে উল্লেখিত মোঃ আব্দুস সামাদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোং লিঃ একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ায় এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে তিনি তাহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহে বিধায় তাহার বিরুদ্ধে ফৌজ-দারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারার বিধানমতে বিচারমল গ্রহণ করা হয় নাই। তবে আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুকের বিরুদ্ধ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় বিচারমল গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক আদালতে উপস্থিত হইয়া জামিনপ্রাপ্ত হন এবং ২৫-২-৯৭ ইং তারিখে উপরে বর্ণিত ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। পঠিত অভিযোগ তাহাকে পড়িয়া শুনানো হইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বলেন যে, তিনি উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত নহেন। তিনি কোম্পানীর একজন কর্মকর্তা মাত্র। তিনি নিজে নিয়োগকারী (Appointing Authority) নন। কোম্পানীর ১টি বোর্ড অব ডাইরেক্টর রহিয়াছে। বাদীকে তাহার Payment করার কোন Authority নাই। তিনি নিজেও গত ২ বৎসর ধরিয়া বেতন পাইতেছেন না এবং বিচার প্রার্থনা করেন। অতঃপর অদ্য আসামীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমার কার্যক্রম ৩৩৯(খ)(১) ধারার বিধানমতে পরিচালনার নিমিত্ত গৃহীত হয়। বাদী হারুন-অর-রশিদ সালিসী দরখাস্তের সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

বিচার্য বিষয়

(১) আসামী ডি,জি,এম, আনোয়ার হোসেন ফারুক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(২) ধারা লংঘন করিয়াছেন কিনা?

(২) আসামী তাহার কৃত অপরাধের জন্য আসামীর উপর কি প্রকার শাস্তি আরোপ করা যাইতে পারে?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। মোকদ্দমার রায়মতে এখন পর্যন্ত ইহা স্বীকৃত যে, বাদী হারুন-অর-রশিদ, আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক ও বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোং লিঃ এর চেয়ার-ম নের অধীনে কর্মরত থাকা অবস্থায় ইং ১৬-১-৯৬ তারিখে চাকুরী হইতে রিট্রেন্সড হন। ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(২) ধারার বিধানমতে টারমিনেশনের ক্ষেত্রে টারমিনেশন বেনিফিট তাহার টারমিনেশনের তারিখ হইতে দ্বিতীয় কার্য দিবস শেষ হওয়ার পূর্বেই টারমিনেশন ব্যক্তিকে প্রদান করার আইনগত নির্দেশ রহিয়াছে। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(খ) এ বর্ণিত রিট্রেন্সম্যান্ট বা ছাটাই এর যে সংজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে তৎ মোতাবেক ইহাই বুঝায় যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে না হইয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত হেতু মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকুরী অবসান(termination)। আলোচ্য ক্ষেত্রে বাদীর রিট্রেন্সম্যান্ট আদেশ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ

আইনের ৫(২) ধারায় বর্ণিত টারমিনেশন পর্যায়ভুক্ত। এমতাবস্থায়, আলোচ্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, বাদীকে তাহার প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(২) ধারার অনুসরনে পরিশোধ করা হয় নাই। এমন কি অত্র আদালত কর্তৃক মজুরী পরিশোধ ৬/৯৬ নম্বর মোকদ্দমাতে ইং ২১-৭-৯৬ তারিখের নির্দেশ অনুসারে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ও প্রদান করা হয় নাই। আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক যে বাদীর pay master নহেন বা তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নহে এইরূপ কোন কাগজাদি অভিযোগ গঠন কাজে আদালত সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই। এমতাবস্থায়, আমি, পিডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য ও তাহার দাখিলী কাগজাদি বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক ১৯৪৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(২) ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়াছেন। আমি মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট কাগজাদি বিচার বিশ্লেষন করে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক, ডি,জি,এম, কর্তৃক উপরে বর্ণিত আইনের ৫(২) ধারা লংঘনের দায়ে তাহাকে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, অনুপস্থিত আসামী আনোয়ার হোসেন ফারুক, ডি,জি,এম, বাংলাদেশ হ্যাণ্ডিক্রাফট মার্কেটিং কোং লিঃ কে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় ৫০০ (পাচশত) টাকা জরিমানার শাস্তি প্রদান করা হইল। বিধি মোতাবেক জরিমানা আদায়ের রীট ইস্যু করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৩২/৯৫

মোঃ আবুল হোসেন মুন্সী, লাইনম্যান-এ,
শরীয়তপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ(বিউবো),
শরীয়তপুর,
পিতা মৃত মোহাববত আলী,
গ্রাম পরমান্দাসাহা, থানা উজিরপুর,
জেলা বরিশাল —দরখাস্তকারী/প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সৈয়দ আবসার আলী, উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন।

(২) মোঃ আঃ সোবহান, উপ-পরিচালক,
বাণিজ্যিক পরিচালনা বিভাগ, বিউবো।

(৩) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত:—মো: আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রাজজ), চেয়ারম্যান,
জনাব আনোয়ারুল আফজাল(মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব এম, এ, হামিদ (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ: ৮/১/৯৮

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় আনিত একটি মোকদ্দমা।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ইং ৩০-৬-৭০ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া লাইনম্যান-এ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক এবং তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ৩,০০০ টাকা। তিনি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন করার কারনে তাহাকে ভিকটিমাইজ করার নিমিত্ত অবৈধ ভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা ডিসমিস করা হয়। এই প্রসংগে তাহার আরও বক্তব্য এই যে, ১নং দ্বিতীয় পক্ষ সিষ্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আদায়ের বৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতায় কর্তব্যের অবহেলা ও অসদাচরনের অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ নামা আনয়ন করেন। তিনি উহার জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, লাইনম্যান হিসাবে তাহার দায়িত্ব ছিল উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশে লাইনের মেরামত করা ও গ্রাহকদের অভিযোগ সারা কাজেই, সিষ্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আদায় সম্পর্কে তাহার কোন গাফিলতি ছিলনা বলিয়া উল্লেখ করেন। অতঃপর ২নং ২য় পক্ষ নিয়া এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কাহারও কোন স্বাক্ষী গ্রহণ না করিয়াই এক মনগড়া প্রতিবেদন দাখিল করেন। এবং অভিযোগকারী হিসাবে কাহাকেও পরীক্ষা করেন নাই বা তাহাকে ও জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ফলে তদন্ত সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয় নাই। উক্ত তদন্তের ভিত্তিতে তাহার প্রতি দ্বিতীয় দফা কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। তিনি উহার জবাব দাখিল করেন। অতঃপর ইং ৪-১-৯৫ তারিখের পত্র মূলে তাহাকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(১) ধারা মতে দরখাস্ত করা হয়। তিনি উক্ত দরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে ইং ১৮-১-৯৫ তারিখে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ণ বোর্ডে এর চেয়ারম্যান সাহেবের বরাবর গ্রীভান্স নোটিশ দাখিল করেন। কিন্তু উক্ত গ্রীভান্স নোটিশ মৌখিক ভাবে অগ্রাহ্য করার কারনে তাহাকে চাকুরীতে পূর্ন বেতন ভাতাদিসহ পুর্নবহালের আবেদনে তিনি অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত বর্ণনা দাখিলের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক লিখিত জবাবে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, প্রথম পদ কর্তৃক মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষগণ বরাবরে আইনানুযায়ী কোন অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করায় তাহার মোকদ্দমা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার আওতায় মিসকনসিভ বিবায় খারিজ যোগ্য।

দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ইং ২১-৭-৯৪ তারিখে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরণের অভিযোগে প্রথম পক্ষের প্রতি কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং উহার প্রেক্ষিতে তাহার দাখিলী জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তাহাকে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরনের অভিযোগে ইং ১৬-৮-৯৪তারিখে চার্জসীট প্রদান করা হয় এবং উক্ত চার্জসীট

জারীর প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্তে তাহার উপস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদান করা হয়। অতঃপর তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন প্রথম পক্ষের লিখিত জবাব, তদন্ত কার্যক্রম ও আনুসাংগিক কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ইং ১৭-১১-৯৪ তারিখের পত্র মারফত তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুল অনুযায়ী এই মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করা হয় যে, কেন তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না। তিনি ইং ২৬-১১-৯৪ তারিখে উহার জবাব দাখিল করেন। তাহার জবাবের প্রেক্ষিতে শাস্তি মওকুফ করার মত কিছু ছিল না বিধায় তাহাকে ইং ৪-১-৯৫ তারিখের আদেশমূলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি যে গ্রীভান্স পিটিশন দেন তাহা আইনানুযায়ী দেওয়া হয় নাই বিধায় তাহার উপর আরোপিত শাস্তি মওকুফ ও বিবেচনা করার মত কোন কিছুই ছিল না বিধায় তাহার বরখাস্ত আদেশ বহাল রাখা হয়। এমতাবস্থায়, মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধানাবলী প্রতিপালনে প্রথম পক্ষ কর্তৃক কোন অনুযোগ পত্র দাখিল করা হইয়াছে কিনা?

(২) প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা রক্ষণীয় কিনা?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে পূর্ন বেতনসহ চাকুরীতে পূর্নবহালের আদেশ পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, সিষ্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ব্যর্থতার কারণে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরনের অভিযোগ সম্বলিত প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগনামা আনয়ন করা হয় এবং ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকৃতিক্রমে জবাব দাখিল করেন। এবং এ বিষয়ে একটি তদন্ত হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগ আনয়নকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহার প্রতিনিধিকে অভিযোগনামা প্রদানের সাপেক্ষে, পরীক্ষা করা না হইলে তদন্তেও প্রথম পক্ষ কর্তৃক জবানবন্দি দেওয়া হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহাকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় কারন দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয় এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২য় কারন দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষকে ইং ৪-১-৯৫ তারিখের আদেশ মূলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১৮-১-৯৫ তারিখে যে গ্রীভান্স পিটিশান দেওয়া হয় তাহা আইনানুযায়ী না হওয়ায় উক্ত শাস্তি মওকুফ করার মত কোন কিছুই ছিল না বিধায় প্রথম পক্ষের বরখাস্ত আদেশ বহাল রাখা হয় মর্মে আপত্তি উথাপিত হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্তে তদন্তে অভিযোগ আনয়নকারীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তদন্ত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় নাই এবং উহা যোগসাজসী এবং তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত

ভাবে তদন্ত করান হইয়াছে। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য এই যে, যথাযথভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাদি প্রদান পূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে তাহার দাখিলী গ্রীভান্স পিটিশন আইনানুযায়ী দাখিল না হওয়ায় তাহার শাস্তি মওকুফ করার স্বপক্ষে কোন কিছু ছিল না। কাজেই, তাহার উপর আরোপিত শাস্তি বহাল রাখা হয়।

প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে স্বাক্ষী দেওয়া হয় এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রদর্শনী ১, ২ ও ৩ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কোন স্বাক্ষীর জবানবন্দি দেওয়া না হইলেও প্রথম পক্ষকে জেরা করা হয় এবং জেরার ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রদর্শনী-ক, খ ও গ হিসাবে চিহ্নিত হয়। পক্ষগণের পরস্পর বক্তব্য ও প্রদর্শিত কাগজাদির ভিত্তিতে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার অধীনে কোন মোকদ্দমা রক্ষণীয় হইতে হইলে মোকদ্দমা আনয়নকারী ব্যক্তিকে উক্ত আইনের ২৫(১) (ক) ধারায় বর্ণিত আইনের চাহিদা পূরণ করার আবশ্যকতা রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট ধারার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Grievance procedure-(1) Any individual worker (including a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid-off or otherwise removed from employment) who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seek redress there of under this section, shall observe the following procedure :

(a) The worker concerned shall submit his grievance to his employer, in writhing, by registered post within fifteen days of the occurrence of the caude of such grievance and employer shall within fifteen days of receipt of such grievance, enquire into the matter, give the worker concerned an opportunity of being heard and communicate his decision in writing to the said worker."

উপরে উদ্ধৃত আইনের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবি কর্তৃক এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, প্রদর্শনী-৩ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, প্রথম পক্ষের উপর আরোপিত ইং ৪-১-৯৫ তারিখের শাস্তির আদেশ ইং ১১-১-৯৫ তারিখে রেজি: নং-৯০৬ এ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে তাহার ঠিকানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত শাস্তির আদেশ সম্বলিত রেজিষ্ট্রী পত্র পাওয়ার সংগে সংগেই প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের দপ্তরে আসিয়া তৎকর্তৃক স্বহস্তে ইং ১৮-১-৯৫ তারিখে শাস্তির আদেশ পুণর্বিবেচনার জন্য একটি দরখাস্ত দাখিল করা হয়। কাজেই, তাহার দাখিলী দরখাস্তে যথাসময়ে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য পেশ করা হয় যে, দরখাস্তটি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে না দেওয়ায় উহা বিবেচনা করার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছি এবং কাগজাদি দেখিয়াছি। ইহা স্বীকৃত যে, দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে তাহারা কর্মচারীদের জন্য দি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড (ইমপ্লয়িজ) সার্ভিস রুলস, ১৯৮২ নামে একটি চাকুরী বিধি মালা রহিয়াছে। উক্ত চাকুরী বিধি মালার ১৪৬ বিধিতে আপীল পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিধান সংকলিত করা হইয়াছে। উক্ত বিধিতে সংকলিত বিধানবলী উদ্ধৃত হইল :—

"Apreal. etc(1) An employee shall have the right to appeal once only against an order imposing any penalty specified in rule, 139, except censure to the authority next superior to the authority imposing the penalty, and where the penalty is imposed by order of the Board there shall ordinarily lie no appeal but the Board may review its own order suo moto or receipt of representation from the employee concerned. The Government may entertain an appeal against an order of the Board if it has reasons to believe that a violation of law or gross injustice has been done.

(2) Every appeal shall comply with the following requirements, namely —

(a) It shall contain all material statements and grounds relied upon and shall be complete in all respects :

(b) It shall specify the relief desired;

(c) It shall be submitted through proper channel;

(d) It shall not be couched in improper language; and

(e) It shall be submitted within thrity days from the date of receipt of the order of penalty.

(3) An appeal may be withheld by the authority imposing the penalty, if—

(a) if does not comply with the requirements of sub-rul (2);

(b) It deals with matters which are not relevant to the case;

(c) it is found to be a repetition of appeal with held or rejected before by the competent authority unless it discloses any new point or circumstances which afford grounds for reconsideration; or

(d) It is addressed to an authority to which no appeal lies under this rule.

(4) In every case in which an appeal is with held the appellant and the appellate authority shall be informed of the fact and the reasons thereof. Provided that an appeal with held under sub-rule (3) may be re-submitted at any time within thirty days from the date on which the appellant has been informed of withholding of the appeal in a form which complies with the provisions of sub-rule (2).

(5) The appellate authority shall examine—

(a) Whether the facts on which the order of penalty is based have been established; and

(b) Whether the penalty is adequate, inadequate or excessive, and after such examination shall pass such order as it considers proper.

(6) An appellate authority may call for the records of any case including an appeal with held by an authority subordinalte to it and may pass such orders thereon as it considers fit under the provissions of these rules.

(7) Nothing in these rules shall preclude the Board from revising whether on tis own motion or otherwise, any order passed by an authority subordinate to it in exercise of powers conferred on such authority by these rules."

উপরে উদ্ধৃত বিধি হইতে দেখা যায় যে, ৭নং উপবিধি মোতাবেক শাস্তি পুনর্বিবেচনার নিমিত্ত বোর্ডকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ৪৯ ডি, এল, আর (১৯৯৭) এর ২১৫ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত সুলতান আহাম্মদ বনাম চেয়ারম্যান, লেবার কোর্ট কেসে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক যে অনুসিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হওয়া আবশ্যক।

"The petition filed by hand could not be considered to be a grievance petition. At best the same could be considered as an appeal or a petition for review of the order of dismissal passed by the respondent No. 1 but by no means a grievance petition as meant by section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act."

এমতাবস্থায়, উপরে উদ্ধৃতি অনুসিদ্ধান্তটি আলোচ্যক্ষেত্রে প্রবিধান যোগ্য বিধায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, যথাযথ অনুযোগ পত্রের অভাবে অত্র মোকদ্দমা অত্র আদালতে রক্ষণীয় নহে বিধায় উহা খারিজযোগ্য। কাজেই, আমরা অপর দুইটি বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদানে আর কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করিতেছি না। নিজস্ব সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও দ্বিমত পোষণ করিয়া কোন লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা অনুযোগ পত্রের অনুপস্থিতিতে রক্ষণীয় নহে বিধায় দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৭/৯৬

মোঃ শাহাবুল আলম (রুবেল)
কার্ড নং-৪৫৯, প্রযত্নে-রুবেল হোসেন
১৬/বি বড় মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা—বাদী

বনাম

মিঃ গোলাম আকায়িয়া
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ওয়েসিস (প্রাঃ) লিঃ, ১০০২/বি মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া,
থানা-শবুজবাগ, ঢাকা-১২১৭—আসামী

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ৬-১-৯৮

মামলাটি অদ্য সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। দরখাস্তকারী শাহাবুল আলম রুবেল হাজিরা-যোগে উপস্থিত। আসামী গোলাম জাকারিয়া জামিনে অনুপস্থিত। ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ)(২) ধারায় বিধান মতে জামিনে অনুপস্থিত আসামীর বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইল এবং পিডব্লিউ-১ দরখাস্তকারী শাহবুল আলম রুবেল এর জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল তাহার দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী-১ সিরিজ ও তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১(৯) হিসাবে চিহ্নিত হইল দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শুনিলাম। ইহা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার আওতায় আনিত একটি নালিশ।

সংক্ষিপ্তকারে দরখাস্তকারী শাহাবুল আলম রুবেল এর মোকদ্দমা এই যে, তিনি আসামীর অধীনে ইং ২০-১২-৯১ তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ৩,৮০০টাকা। তাহার চাকুরী কাল নিষ্কলুষ। বেশ কিছুকাল যাবত তাহাকে ও তাহার সহকর্মীদেরকে সময়মত মজুরী ও ওভার টাইম পরিশোধ করা হইত না দরখাস্তকারী ও তাহার সহকর্মীবৃন্দ কর্তৃক যথাসময়ে মজুরী পরিশোধ করার জন্য আসামীকে অনুরোধ করা হইলে তিনি উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ইং ৩-১২-৯৫ তারিখে তাহাকে ও তাহার সহকর্মীবৃন্দকে কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তিনি ও তাহার সহ-কর্মীবৃন্দ চাকুরীতে পুর্নবহালে ও বকেয়া মজুরীর দাবীতে ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাদেরকে আসামী কর্তৃক ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং ফ্যাক্টরী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ইং ০৮-১২-৯৫ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকে আসামীর বরাবরে দরখাস্তকারী ও অন্যান্য সহকর্মীরা চাকুরীতে পুর্নবহালে ও বকেয়া বেতন দাবী করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি অক্টোবর'৯৫ নভেম্বর'৯৫ মাসের মজুরী ৭,৬০০ ১৯৯৩—৯৫ দুই বৎসরের সাভিস বেনিফিট বাবদ ৭,৬০০ এবং ১২০ দিনের টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ১৫,২০০ টাকা একুনে ৩০,৪০০ টাকা আসামীর নিকট পাওনা রহিয়াছে। যাহা আইন মোতাবেক তিনি পরিশোধ করিতে বাধ্য তাহার পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ না করায় আসামীর উপর ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন উল্লেখে তাহার শাস্তির প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

আসামী আদালতে উপস্থিত হইয়া জামিন প্রাপ্ত হইলেও পরবর্তীতে অনুপস্থিত থাকার কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯(খ)(২) ধারার আওতায় তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং ইং ২২-৭-৯৭ তারিখে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(১) ও ৫(২) ধারা লংঘনের কারনে একই আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন মর্মে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। অতঃপর পি,ডব্লিউ-১ দরখাস্তকারীর স্বাক্ষী গৃহিত হয় এবং গৃহিত স্বাক্ষীর উপর তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিচার্য বিষয়

(১) আসামী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কিনা ?

(২) আসামী তাহার কৃত অপরাধের নিমিত্ত কি পরিমাণ শাস্তি পাইবার উপযোগ্য ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বরঃ-১ ও ২

সংক্ষিপ্তকরন ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। দরখাস্তকারী শাহাবুল আলম রুবেল তাঁহার অভিযোগের সমর্থনে পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষী দিয়াছেন। আসামীর বরাবরে বকেয়া বেতন ও চাকুরী চাহিয়া দরখাস্তকারী ও তাহার সহকর্মীগন কর্তৃক প্রেরিত আবেদন পত্র প্রদর্শনী-১ সিরিজ হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শনী-১ সিরিজ সংযুক্ত বিবরণীতে ২৮ নং ক্রমিকে দরখাস্তকারীর কার্ড নম্বর-৪৫৯, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ, বেতন, পাওনা মজুরী ও ওভার টাইমের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। পিডব্লিউ-১ এর দেওয়া স্বাক্ষ্যমতে তিনি আসামীর নিকট অক্টোবর,৯৫ ও নভেম্বর,৯৫ মাসের মজুরী বাবদ ৪,৬০০/- দুই বৎসরের সার্ভিস বেনিফিট বাবদ ৭৬০০ টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ১৫,২০০/- টাকা সর্বমোট ৩০,৪০০/- টাকা আসামীর নিকট দাবীদার রহিয়াছে। দরখাস্তকারীর নালিশী দরখাস্ত, জবানবন্দি, ও দাখিল কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(১)(এ) ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারীর মাসিক মজুরী ৭(সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হয় নাই এবং টারমিনেশন বেনিফিট ও ৫(২) ধারার বিধান মতে প্রদেয় হয় নাই। কাজেই, আসামী উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধানাবলী লংঘিত হওয়ায় তিনি উক্ত আইনের ইস্যু ২০(১) ধারায় যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন তাহা দরখাস্তকারীর স্বাক্ষ্য প্রধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই তাঁহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তাহাকে উপরে বর্ণিত ২০(১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহার কৃত অপরাধের জন্য তাহাকে ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা জরিমানা করা হইলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী গোলাম জাকারিয়া, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ওয়েসিস (প্রাঃ) লিঃ, ১০০২/বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, থানা- সবুজবাগ, ঢাকাকে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি ৫(২) ধারা সহ ২৪৫(২) ধারার আওতায় তাহার অনুপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০(১) ধারার বিধান মোতাবেক দোষী সব্যস্ত করা হইল এবং তাহাকে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করা হইল। জরিমানার টাকা আদায়ের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৮৬(১) (এ) ধারায় জরিমানার টাকা আদায় সংক্রান্ত রীট ইস্যু করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২২/১৯৯৬

মোঃ জয় মিয়া, প্রযত্নে বিসমিল্লাহ ষ্টোর,
৬৪/সি/৩ তারেক মিয়া, মিশন রোড,
গোপীবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মির গোলাম জাকারিয়া, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ওয়েলিস (প্রাঃ) লিঃ, ১০০২/বি, মালিবাগ,
চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৭,
থানা সবুজবাগ—আসামী।

আদেশের রূপি

মামলাটি অদ্য স্বাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। দরখাস্তকারী মোঃ জজ মিয়া হাজিরাযোগে উপস্থিত। আসামী গোলাম জাকারিয়া জামিনে অনুপস্থিত। ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ) (২) ধারার বিধান মতে জামিনে অনুপস্থিত আসামীর বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম গ্রহন করা হইল এবং পি, ডব্লিউ-১ দরখাস্তকারী মোঃ জজ মিয়া এর জবানবন্দি গ্রহন করা হইল। তাহার দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শুনিলাম।

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত একটি নালিশ। সংক্ষিপ্তাকারে দরখাস্তকারী জজ মিয়া এর মোকদ্দমা এই যে, তিনি আসামীর অধীনে ইং ১০-১০-৯৪ তারিখে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতেন। তাহার সর্বশেষ বেতন ২,২০০ টাকা। তাহার চাকুরীকাল নিষ্কলুষ। ইং ১-৯-৯৫ তারিখ হইতে চাকুরীতে ইস্তফার প্রার্থনা করিয়া তিনি ইং ৩০-৯-৯৫ তারিখ পর্যন্ত কাজ করেন। তাহাকে ইং ৩০-৯-৯৫ তারিখে রিলিজ করা হয়। কিন্তু তাহাকে সেপ্টেম্বর '৯৫ মাসের বেতন ২,২০০ টাকা ওভার টাইম বাবদ ২,১২৮ টাকা, ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২,২৬৭ টাকা সর্বমোট-৬,৫৯৫ টাকা আসামী কর্তৃক তাহাকে দেওয়া হয় নাই এবং তিনি উক্ত টাকা চাহিয়া ১০-২-৯৬ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু আসামী উহা গ্রহণ না করায় ফেরত আসে। তাহার প্রাপ্য আইন মোতাবেক পরিশোধ না করায় আসামীকে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তির প্রার্থনার আবেদনে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়

(১) আসামী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কিনা ?

(২) আসামী তাহার কৃত অপরাধের নিমিত্ত কি পরিমান শাস্তি পাইবার যোগ্য ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। আসামীর বরাবরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্র, প্রদর্শনী-১ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পি, ডব্লিউ ৯ এর স্বাক্ষ্য, প্রদর্শিত পত্র হইতে প্রতিয়মান হইতেছে যে, দরখাস্তকারীকে সেপ্টেম্ব, '৯৫ মাসের বেতন ২,২০০ টাকা, ওভার টাইম বাবদ ২,১২৮ টাকা, এবং ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২,২৬৭ টাকা, একুনে ৬,৫৯৫ টাকা আসামী কর্তৃক পরিশোধিত হয় নাই। যাহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(১) (এ) ধারার বিধান মতে আসামী কর্তৃক দরখাস্তকারীর মাসিক মজুরী পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রদান করার আইনগত চাহিদা রহিয়াছে। কিন্তু আইন মোতাবেক দরখাস্তকারীর পাওনা পরিশোধ না করায় উক্ত

আসামী বর্ণিত আইনের ৫ ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়াছেন বিধায় উপরে বর্ণিত আইনের ২০(১) ধারার বিধান মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা দরখাস্তকারী স্বাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই আসামী তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার কৃত অপরাধের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করা হইলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইল। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, আসামী গোলাম জাকারিয়া, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ওয়েসিস (প্রাঃ) লিঃ, ১০০২/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, থানা সবুজবাগ, ঢাকাকে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য বিধির ৫(২) ধারাসহ ২৪৫(২) ধারার আওতায় তাহার অনুপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০(১) ধারার বিধান মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহাকে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করা হইল। জরিমানার টাকা আদায়ের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৮৬(১) (এ) ধারায় জরিমানার টাকা আদায় সংক্রান্ত রীট ইস্যু করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং৬২/৯৬

মোঃ তাজুল ইসলাম,
গ্রাম কাদিরগঞ্জ,
পোঃ বড়নগর, থানা সোনারগাও,
জেলা নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ছন্দাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) কোং লিঃ,
পক্ষে-উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
হাউস নং-৪, রোড নং-১,
বনানী, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ছন্দাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) কোং লিঃ,
হাউস নং-৪, রোড নং-১,
বনানী, ঢাকা।

(৩) প্রোজেক্ট ম্যানেজার,
ছন্দাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) কোঃ লিঃ,
মেঘনা ফেরীঘাট, পোঃ বড়নগর,
থানা সোনারগাঁও,
জেলা নারায়নগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং১৩, তারিখ ২৬-১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২০-১-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং৬৩/৯৬

মোঃ আকরাম হোসেন,
মেঘনা ফেরীঘাট,
পোঃ বড়নগর, থানা সোনারগাও,
জেলা নারায়ণগঞ্জ —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ছন্দাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) কোঃ লিঃ,
পক্ষে-ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
হাউস নং-৪, রোড নং-১, বনানী, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ছন্দাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লিঃ,
হাউস নং-৪, রোড নং-১,
বনানী, জেলা ঢাকা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
ছলাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) কোং লিঃ,
মেঘনা ফেরীঘাট,
পোঃ বড়নগর, থানা সোনারগাঁও,
জেলা নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশ কপি

আদেশ নং-১৩, তারিখ ২৬-১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২০-১-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পরে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহারে করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬৪/৯৬

মোঃ শওকত উল্লাহ ফকির,
গ্রাম পিরোজপুর, পোঃ বড়নগর,
থানা সোনারগাঁও, জেলা নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ছলাই সিমেন্ট (বাং) কোং লিমিটেড,
পক্ষে—ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
হাউস নং-৪, রোড নং-১, বনানী, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ছলাই সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লিঃ,
হাউস নং-৪, রোড নং-১, বনানী, জেলা ঢাকা।

(৩) প্রোজেক্ট ম্যানেজার,
ছন্দাই সিমেন্ট (বাং) লিঃ,
মেঘনা ফেরীঘাট,
পোঃ বড়নগর, থানা সোনারগাঁও,
জেলা নারায়নগঞ্জ —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ২৬-১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২০-১-১৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ কেস নং ২৯/১৯৯৬

আবদুল গফুর,
পিতা মৃত রহিম বক্স পন্ডিত,
গ্রাম বাঁশখরিয়া,
পোঃ বালুয়া চৌমুহনী,
থানা ও জেলা ফেনী—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন
প্রতিনিধিত্বে ইহার চেয়ারম্যান,
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য),
দাবী শাখা, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি
৫ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত: জনাব মো: আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, (দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ: ২৮-০১-১৯৯৮ ইং।

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি ইং ১-১-৭২ তারিখ হইতে হুইল সুকানী পদে প্রতিপক্ষের অধীনে যোগদান করেন। ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখে তিনি অবসর প্রাপ্ত হন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২,৭৭০ টাকা। জাহাজে মাল উঠানো নামানোর ব্যাপারে তাহার কোন দায়িত্ব ছিল না। তৎসংশ্লিষ্ট অবসর গ্রহনের পরে ইং ২৫-৯-৯৫ তারিখে ঘাটতি সম্পর্কিত ৯টি ডেবিট নোট তাহার সার্ভিস বুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত ডেবিট নোট সম্পর্কে চাকুরীকালে তিনি অবহিত ছিলেন না। পরবর্তীতে ইং ১৯-২-৯৬ তারিখের প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আনুতোষিক খাতে ১,৩২,৯৬০ টাকা তাহার পাওনা দেখাইয়া উহা হইতে তাহার বেতন খাতে অতিরিক্ত ২৭,৮৬২.৭৭ টাকা গ্রহন করার অজুহাতে অন্যায়ভাবে কর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ২২-৪-৯৬ তারিখ তাহার দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র দিয়া উপরোক্ত ৯টি ডেবিট নোটের বরাতে ৩৯,০৫৪.২৪ টাকা তাহার পাওনা হইতে কর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পাওনা হইতে সর্বমোট ৬৬,৯১৭.০১ টাকা কর্তনের নিমিত্ত তাহাকে কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তিনি ইং ২৩-৭-৯৬ তারিখ রেজিষ্টী ডাকযোগে তাহার বিজ্ঞআইনজীবির মাধ্যমে উক্ত অন্যায় কর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া কর্তনকৃত অর্থ ফেরত দানের আবেদন করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৩) ধারা মোতাবেক উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ফেরত প্রদানসহ ক্ষতিপুরন প্রদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষকে আদেশ প্রদানের প্রার্থনায় তৎকর্তৃক এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান ও মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাবের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। জবাবে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল এবং তামাদি দোষে বারিত বিধায় উহা খারিজযোগ্য।

তাহাদের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর সারকুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতি ১৫,০০০ টাকার নীচে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে ডেবিট নোট ইস্যুর মাধ্যমে ও ১৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে হইলে তদন্তক্রমে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘাটতির টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকট হইতে হিস্যা মোতাবেক আদায় করিয়া রাখা হয়। যেহেতু দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাবস্থায় ৯টি পরিবহন জনিত ঘাটতির সহিত জড়িত ছিলেন। তাহার আনুপাতিক হিসাব মোতাবেক তাহার আনুতোষিক হিস্যা হইতে ৩৯,০৫৪.২৪ টাকা ডেবিট নোট ইস্যুর মাধ্যমে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত আদেশে দরখাস্তকারীর বেতন সমতা করা হয়। ফলে তাহার মূল বেতন দাড়ায় ২,৭৭০ টাকা। তিনি কর্পোরেশনে ২৩ বৎসর ১১ মাস ৫ দিন কাজ করায় তিনি কর্পোরেশনে আনুতোষিক প্রাপ্য হন ২,৭৭০ × ২ × ২৪ = ১,৩২,৯৬০ টাকা। তিনি চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে অতিরিক্ত বেতন বাবদ ২৭,৮৬২.৭৭ টাকা গ্রহন করায় উক্ত টাকা তাহার আনুতোষিক হইতে ফেরত দানের আদেশ যথাযথভাবে দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত কিনা?

(২) দরখাস্তকারী ঘাটতিজনিত কর্তনকৃত ৩৯,০৫৪·২৪ টাকা ও বেতন সমতাজনিত অতিরিক্ত বেতন গ্রহনের নিমিত্ত ২৭,৮৬২·৭৭ টাকা ফেরত পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২:

উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল দরখাস্তকারী আবদুল গফুর তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে চাকুরী বহি, প্রদর্শনী-১, চাকুরীর বিবরণী, প্রদর্শনী-২, আনুতোষিক আদেশ প্রদর্শনী-৩, ডেবিট নোট সম্বলিত দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, প্রদর্শনী-৪ ও লিগ্যাল নোটিশ, প্রদর্শনী-৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষগণ পক্ষে নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ম্যানেজার (বহর) হিসাবে কর্মরত মোঃ নাসির উদ্দিন ভূঞা ডি, ডব্লিউ-১ হিসাব স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে দাখিলী ৯টি ডেবিট নোট, প্রদর্শনী-ক সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে ৯টি ঘাটতিজনিত কারণে ছিস্যা মোতাবেক ৩৯,০৫৪·২৪ টাকা এবং বেতন সমতার কারণে দরখাস্তকারী অতিরিক্ত বেতন গ্রহন বাবদ ২৭,৮৬২·৭৭ টাকা যে কর্তন করার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ইহা উভয় পক্ষে স্বীকৃত এবং ইহাও স্বীকৃত যে, এই কর্তনের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট ঘাটতি সম্পর্কে কোন কৈফিয়ত তলব করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ লিখিত জবাব মোতাবেক সারকুলারের ভিত্তিতে ঘাটতিজনিত অর্থ কর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সারকুলারটি অত্র আদালতে উপস্থাপিত হয় নাই। ইহা ব্যতিরেকে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের চাহিদা হইতেছে যে, কর্তনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কৈফিয়ত তলব করা। এইরূপ কৈফিয়ত তলব না করায় ঘাটতি সম্পর্কিত কর্তন আইনের পরিপন্থি ও ফেরতযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি।

অপরদিকে পি, ডব্লিউ-১ যদিও তাহার দরখাস্তে বর্ণিত প্রার্থনা মোতাবেক অতিরিক্ত বেতন গ্রহন বাবদ ২৭,৮৬২·৭৭ টাকা কর্তন ফেরত প্রদানের আবেদন রাখেন। কিন্তু স্বাক্ষ্য প্রদানকালে জবানবন্দির স্বাক্ষ্যে এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, প্রদর্শনী-২ এর ভিত্তিতে তাহার পাওনা হইতে ২৭,৮৬২·৭৭ টাকা অতিরিক্ত বেতন গ্রহন করিয়াছেন মর্মে কর্তন করা হয়। তিনি এই কর্তনের জন্য দাবী করিতেছেন না। তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষ্য অপর অংশে পুনরায় তিনি বক্তব্য রাখেন যে, ক্ষতিপূরনসহ ৩৯,০৫৪·২৪ টাকা কর্তনের অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য এই মোকদ্দমা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি যে, অতিরিক্ত অর্থ বেতন সমতাজনিত কারনে গ্রহন করেন নাই, এই সম্পর্কে কোন কাগজাদিও আদালতে উপস্থিত করেন নাই। কাজেই, উক্ত ২৭,৮৬২·৭৭ টাকা ফেরত প্রদানের কোন নির্দেশ পাইবার নিমিত্ত তিনি হকদার নহে মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য হইতেছি। প্রদর্শনী-২ হইতে দেখা যায় যে, তাহার আনুতোষিক ও কর্তন সংক্রান্ত বিবরণী ইং ১৯-২-৯৬ তারিখের স্মারকমূলে প্রস্তুত করা হয় এবং প্রদর্শনী-৪ হইতে দেখা যায় যে, ইং ২২-৪-৯৬ তারিখের স্মারকমূলে ঘাটতিজনিত ৩৯,০৫৪·২৪ টাকা আদায় সংশ্লিষ্ট দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে এবং প্রদর্শনী-৫ হইতে দেখা যায় যে, ইং ২৩-৭-৯৬ তারিখে উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ফেরত চাহিয়া প্রতিপক্ষ বরাবরে

লিগ্যাল নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। এবং অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে ইং ৮-৮-৯৬ তারিখে। কাজেই, প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক কর্তন সম্পর্কিত দাবী পত্রে ৬ মাসের মধ্যেই অত্র মোকদ্দমা দায়ের করায় ইহা আমাদিতে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থ ৩৯,০৫৪·২৪ টাকা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষগণকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারীর অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৫৫/৯৬

মতিয়া বেগম,
সেলাই মেশিন অপারেটর,
কার্ড নং ৩৩০,
বাসাবো ওহাব কলোনী, ঢাকা —দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব এম, এ, মোতালেব,
চেয়ারম্যান

ও

ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ভোগাস গার্মেন্টস লিঃ,
সুলেমান কোর্ট
৩/৩বি, পুরাতন পল্টন,
ঢাকা—১০০০—আসামী।

আদেশ কপি

আদেশ নং ১২, তারিখ ২৬-১-৯৮।

বাদিনী মতিয়া বেগম ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী এম, এ, মোতালিব অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য

জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। বাদীনি গত ইং ২১-১০-৯৭ ও ইং ৮-১২-৯৭ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। নথি দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, বাদীনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী এবং আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী এম, এ মোতালেবকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল আসামীকে তাহার জাবিননামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৪নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,
(৭ম) তলা, ঢাকা।

মঞ্জুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং-৬/১৯৯৭

(১) মোঃ শাহাজাহান, পিতার নাম সামসুল হক মস্তান, গ্রাম গুনরাজদী, ডাকঘর নূতন বাজার, থানা চাঁদপুর, জেলা চাঁদপুর, প্রাক্তন শ্রমিক ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, এল, বি, নং ২৭০২ বিভাগ, স্পিনিং, পদবী স্পিনার, পালা-ক

(২) মোঃ জালাল আহাম্মদ, পিতার নাম সিরাজুল হক খলিফা, গ্রাম গুনরাজদী, ডাকঘর নূতন বাজার, থানা চাঁদপুর, জেলা চাঁদপুর। প্রাক্তন শ্রমিক ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, এল, বি, নং ২৭০২ বিভাগ স্পিনিং, পদবী স্পিনার পালা-ক

(৩) মোঃ আবুল হোসেন, পিতার নাম সৈয়দ আলী খলিফা, গ্রাম—গুনরাজী, ডাকঘর—নূতন বাজার, থানা চাঁদপুর, জেলা—চাঁদপুর, প্রাক্তন শ্রমিক ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, এল, বি, নং—৬২০৮ বিভাগ—সমাপনি, পদবী—ওভার হেড হেলপার, পালা—ক

(৪) মোঃ সাইফুদ্দিন, পিতার নাম মৃত—আকরাম আলী প্রধান, গ্রাম গুনরাজী, ডাকঘর নূতন বাজার, থানা চাঁদপুর, জেলা চাঁদপুর। প্রাক্তন শ্রমিক ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, এল, বি, নং—১১০৩৪, বিভাগ-তাঁত, পদবী -তাঁতী, পালা-খ — আবেদনকারীগণ।

বনাম

(১) ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পক্ষে উহার নির্বাহী পরিচালক, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) নির্বাহী পরিচালক, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১০০০ —প্রতিপক্ষগণ।

.....।

আদেশ কপি

আদেশ নং ১০, তাং ২২-১-৯৮।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার ও দ্বিতীয় পক্ষেও জবাব দাখিল করার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি মামলাটি খারিজ করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত আপোষ-নামা দাখিল করিয়াছেন। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতিয়মান হয়। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থির কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২৩/৯৭

হেলেনা, সেলাই মেশিন অপারেটর,
প্রযত্নে—নাজমা আক্তার,
২৩০, শান্তিবাগ, মালিবাগ, ঢাকা--১২১৭—বাদী।

বনাম

জনাব এম, এ, মোতালেব,
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ভেনাস গার্মেনটস লিঃ, সুলেমান কোর্ট,
৩/৩বি, পুরানা পল্টন,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—১০০০—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ২৬-১-৯৮

বাদীনি হেলেনা ও জামিন প্রাপ্ত আসামী এম, এ, মোতালেব অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। বাদীনি গত ইং ২১-১০-৯৭ তারিখ ও ইং ৮-১২-৯৭ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। নথি দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, বাদীনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। এবং আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় আওতায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী এম, এ, মোতালেবকে ফৌজদারী কার্যাবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামীকে তাহার জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৩৮/৯৭

কাশেম আহমদ,
পিতা মৃত মুজাফফর আহমদ
১০০৫/৩, সি, ডি, এ, এভিনিউ,
পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সম্পাদক,
দৈনিক বাংলা, ১, ডি, আই,টি, এভিনিউ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

(২) চেয়ারম্যান,
টাইমস বাংলা ট্রাষ্ট,
১,ডি,আই,টি, এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং—১০, তারিখ ২৬-১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ইং ২৫-১-৯৮ তারিখের দাখিলি মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং—৩৪/৯৭
মোঃ আঃ হাই, পিতা মোঃ আঃ মান্নান,
প্রযত্নে কাজী ভিলা, সেতার মিয়ার বাড়ী,
ইসলামপুর, ধামরাই, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক
৯, ওয়ারী ষ্ট্রাট, ওয়ারী,
থানা—সূত্রাপুর, জিলা ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ধামরাই, জিলা—ঢাকা।

(৩) মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ধামরাই, জিলা—ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশ কপি

আদেশ নং—১১, তারিখ ২৬-১-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর

রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ২৩-১০-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং—৪৮/৯৭

মোঃ গিয়াস উদ্দিন,
পিতা মোহাম্মদ উল্লাহ,
গ্রাম ধামরাই, দক্ষিণ পাড়া,
কলাবাগান, পোঃ ধামরাই,
থানা ধামরাই, জেলা ঢাকা —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৯ ওয়ারী ষ্টীট, ওয়ারী, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৯, ওয়ারী ষ্টীট, ওয়ারী, ঢাকা।

(৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৯, ওয়ারী ষ্টীট, ওয়ারী, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশ কপি

আদেশ নং—৯, তারিখ ২৬-১-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ হাবিবুর

রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ইং ১৪-১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-১৫/ ১৯৯৭

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা বিভাগ, ৯নং বিজয় নগর,
ঢাকা-১০০০—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
ঈগল বস্ত্র কর্মচারী ইউনিয়ন,
রেজি: নং-ঢাকা-৯৬৯
পোস্তাগোলা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত- মো: আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আলী আফজাল ফারুক (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ:- ৮ই জানুয়ারী ১৯৯৮

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারার আওতায় দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রর্থনায় আনিত একটি দরখাস্ত।

দ্বিতীয় পক্ষ ঈগল বস্ত্র কর্মচারী ইউনিয়ন রেজি: নং ঢাকা-৯৬৯ ইং ২৭-২-৭৬ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। উক্ত ইউনিয়ন ইং ১৫-১২-৮৮ তারিখের কার্যকরী কমিটির কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই এবং ১৯৮৯—১৯৯৫ পর্যন্ত কোন বাৎসরিক রিটার্নও দাখিল করেন নাই। এই মর্মে ইং ১৮-১১-৯৬ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ

বরাবর রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। উক্ত নোটিশ বহনকারী খাম বা ইনভিলাপ অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত আসে। ইহা প্রতিয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের কোন অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২১ (৭) (১) (এ) ধারা ও দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ নং ধারা লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (১) (সি), ১০(১) (জি) ও ১০ (১) (আই) ধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল যোগ্য। কাজেই, উক্ত আইনের ১০ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক এই আবেদন দাখিল করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়

(২) দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির আবেদন মঞ্জুরযোগ্য কিনা।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

প্রথম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ আলাউদ্দিন শেখ, সহকারী শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক জবানবন্দি প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সংবিধান প্রদর্শনী-১, বাৎসরিক রিটার্ন দাখিল ও নির্বাচন না করা সংক্রান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ, প্রদর্শনী-২, নোটিশ বহনকারী ইনভেলাপ, প্রদর্শনী-৩, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়ন বিলুপ্তি চাহিয়া উহার সম্পাদক ও সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত ইং ৩০-৯-৯০ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৪, ইহা ব্যতিরেকে সাধারণ সভার নোটিশ, সিদ্ধান্তের ফটোকপি যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫ ও ৬ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পি ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষীর জবানবন্দি ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনাঅন্তে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমা প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা দ্বিমত পোষণ করেন নাই। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি একতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান করা হইল।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
তারিখ ৮/১/৯৮ ইং
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-৬৯/৯৭

নাজমুল, কার্ড নং-২৪৫,
পদবী -অপারেটর,
প্রযত্নে-নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) প্রতিনিধিস্থে- ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
উভয়ের ঠিকানা:-
ডালিয়া গার্মেন্টস লিঃ,
৫৮/১ কদমতলা বাগাবো,
ঢাকা-১২১৪—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং- ৬, তারিখ- ২৬-১-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয় আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ইং ২০-১-৯৮ তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমতপোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
তারিখ ২৬-১-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং-২৯/৯৩

মোঃ আবদুল খালেক সরদার,
পিতা- এলাহী বকস সরদার,
অফিস সহকারী, রাজশাহী চিনিকল,
রাজশাহী। —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহা-ব্যবস্থাপক,
রাজশাহী চিনিকল লিঃ,
রাজশাহী সুগার মিলস
জেলা-রাজশাহী।

(২) সচিব,
বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, ১১৫/১২০, মতিঝিল বা/এ,
থানা:- মতিঝিল, ঢাকা —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত:- মোঃ আবদুল রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আলী আফজাল ফারুক, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ:-

রায়

অত্র মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকালে এই যে, তিনি তৎকালিন ইষ্ট পাকিস্তান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীনে ফরিদপুর সুগার মিলে ইং ১৫-১২-৬৮ তারিখে দৈনিক ভিত্তিতে টাইপিষ্ট পদে চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি ইং ৫-১-৭৩ তারিখে টাইপিষ্ট-কাম-ক্লার্ক" পদে চাকুরীতে স্থায়ী হন। এবং পরবর্তীতে ইং ১-১০-৯৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ করণিক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর তাহাকে ২নং দ্বিতীয় পক্ষের ইং ১১-৭-৭৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ফরিদপুর চিনিকল হইতে ১নং দ্বিতীয় পক্ষের দপ্তরে বদলী করা হয় এবং তিনি ইং ১৯-১-৭৬ তারিখে ১নং দ্বিতীয় পক্ষ মহা-ব্যবস্থাপকের রাজশাহী চিনি কলে চাকুরীতে যোগদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ ইং ১-৮-৯১ তারিখে জ্যেষ্ঠ করণিক পদ হইতে তাহাকে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি দেন এবং তিনি ইং ১-৮-৯১ তারিখেই যোগদান করেন। তাহাকে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি দেওয়া হইলেও বেতন মালার কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি অফিস সহকারী হিসাবে যাবতীয় অফিস কারেসপনডেন্স করিয়া আসিতেছেন এবং যাতীয় সুবিধাদি পাইতে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাহাকে কোন কারণ না দর্শাইয়া ১নং দ্বিতীয় পক্ষের ২নং দ্বিতীয় পক্ষের বরাত দিয়া ইং ২-৩-৯৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ অফিস সহকারী হইতে তাহার পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ করণিক পদে পদাবনতি করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষগণের উপরোক্ত পদাবনতি সংক্রান্ত আদেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী ও আইন বহির্ভূত। তিনি উক্ত আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া ইং ৭-৩-৯৩ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত উহাতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষের অধীনে অফিস সহকারী পদে প্রায় ২ বৎসর যাবত অফিস কারেসপনডেন্স করায় তিনি উক্ত পদে বহাল থাকা আইনানুগভাবে অধিকারী। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষের ইং ২-৩-৯৩ তারিখের আদেশে তাহার আইনানুগ বৈধ অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ায় তিনি উক্ত আদেশ বাতিলের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষে সচিব, বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক দাখিলী লিখিত বর্ণনার মাধ্যমে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে বর্ণনাতে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সাধারণ ভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ এই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উক্ত মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় অরক্ষণীয় বিধায় খারিজ যোগ্য বটে।

দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ২নং দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রেসিডেন্স আদেশ (পি, ও) ২৭/৭২ এর অধীনে বাংলাদেশ

সরকার কর্তৃক গঠিত একটি স্বায়ত্বশাসিত করপোরেশন, যাহা অন্য একটি করপোরেশনের সহিত একিভূত হইয়া ১৯৭৬ সনের ২৫ নং অডিন্যান্স দ্বারা পুর্নগঠিত হইয়াছে। ১ নং দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ, পি, ও ২৭/৭২ মূলে একটি জাতীয়করণকৃত চিনি কল। উক্ত মিলসহ জাতীয়করণকৃত সকল চিনি কলের নিয়ন্ত্রন, সমন্বয় সাধন এবং সুপারভিশন এর জন্য ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্পোরেশনের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়। রাজশাহী সুগার মিলসহ সকল জাতীয়করণকৃত চিনি কলসমূহ পরিচালনা করার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনশক্তির একটি সেট-আপ বিদ্যমান আছে। রাজশাহী চিনি কলে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীও শ্রমিকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধি সম্বলিত ১৯৮৫ সনে প্রণীত একটি প্রবিধানমালা রহিয়াছে। যাহা বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮৫ নামে পরিচিত এবং উহা ইং ১৮-৯-৮৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। কাজেই, পদোন্নতির ক্ষেত্রে উক্ত প্রবিধিবিধান মালার বিধিসমূহ অনুসরণ না করিয়া শ্রমিক প্রতিনিধিগণের অযৌক্তিক দাবী এবং চাপের প্রেক্ষিতে শুন্য পদ না থাকা সত্বেও সেট-আপ বহির্ভূত উপায়ে পদোন্নতি প্রদান করার কোন সুযোগ বা অবকাশ মিল কর্তৃপক্ষের নাই বা ছিলনা। এতদসত্বেও রাজশাহী চিনিকল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ জ্যেষ্ঠ করনিক হইতে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য রাজশাহী সুগার মিলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর জোর চাপ সৃষ্টি করে। যেহেতু মিলের অফিস সহকারী বা সমমানের কোন শুন্য পদ অনুমোদিত সেট-আপ অনুযায়ী ছিল না। সে কারনে মিল কর্তৃপক্ষ উচ্চতর পদে জ্যেষ্ঠ করণিকদের পদোন্নতি দেওয়ার কোন পদক্ষেপ লওয়ার অপারগ ছিল। এই কথা শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধি বৃন্দকে জানাইবার পরও তাহার জ্যেষ্ঠ করণিকদের অফিস সহকারী বা সমমানের পদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য মিল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ অব্যাহত রাখে। অনুরুপভাবে আরও কয়েকটি জাতীয়করণকৃত সুগার মিলে এইরুপ বিধি বহিভূত ভাবে অনুমোদিত সেট-আপ লংগন করিয়া শুন্য পদ না থাকা সত্বেও শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধিবৃন্দ চাপের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে রাজশাহী সুগার মিলে এইরুর চাপের শান্তি শৃংখলা বজার রাখা দুরুহ ব্যাপার হইয়া দাড়ায়। সিবিএ এর সহিত সুসম্পর্ক রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাদের অসহযোগীতার ফলে মিলের প্রডাকশন বা উৎপাদন ব্যহত হইতে থাকে এরুপ অবস্থায় এহেন পরিস্থিতিতে শান্তি শৃংখলা বাজায় রক্ষার্থে এবং সি, বি, এ এর সহিত সুসর্ম্পক রক্ষা কল্পে মিলের উৎপাদনের স্বার্থে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে কোন প্রকার অনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই শুন্য পদ না থাকা সত্বেও সেট-আপ বহির্ভূত ভাবে অফিস সহকারী বা সমমানের পদে প্রথম পক্ষ সহ আরও কয়েকজন কর্মচারীকে ইং ১-৮-৯১ তারিখ হইতে ইনকামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতির আদেশ প্রদান করে। উক্ত আদেশে ইহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকে যে, এইরুপ পদোন্নতির ফলে তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হইবে না বা তাহার বর্তমান বেতন বা বেতন স্কেলের কোন পরিবর্তন হইবে না বা করণিক পদের কোন শুন্যতার সৃষ্টি হইবে না। ১৯৮৫ সনের নিয়োগ ও পদোন্নতির উক্ত প্রবিধানমালার বিধি বিধান মতে একজন কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহার লিখিত পরীক্ষা ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রমোশন কমিটি কর্তৃক সাক্ষাৎকার লওয়ার বিধান আছে। প্রথম পক্ষের ক্ষেত্রে তাহা পালিত হয় নাই। এমনকি নিয়ম অনুযায়ী প্রমোশন কমিটি কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্যন্ত করা হয় নাই এবং অনুমোদিত সেট-আপে তাহাকে পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত কোন পদও শুন্য ছিল না। কাজেই, তাহার পদোন্নতি সংক্রান্ত আদেশ অবৈধ, অকার্যকর ও আইন বহিভূত। তিনি জেষ্ঠ্য করণিক পদে চাকুরীতে বহাল আছে। উপরোক্ত অবস্থাধীনে, ১৯৯১ সনের জাতীয় বেতন স্কেলে ২ নং ২য়ঃ পক্ষ করপোরেশন কর্তৃক বেতন নির্ধারণ কালে বিষয়টি করপোরেশনের গোচরীভূত হয় এবং ইহার পর ইং ৩০-৮-৯২ তারিখে ২ নং ২য়ঃ পক্ষ করপোরেশন বোর্ড সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন মিলে সেট-আপ বহির্ভূত ও অবৈধভাবে ইনকামবেন্ট ভিত্তিতে প্রদত্ত সকল অনিয়মিত পদোন্নতির বাতিল পূর্বক ১৯৯১ সনের বেতন কমিশন অনুযায়ী

স্বাভাবিক নিয়মে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রাজশাহী সুগার মিল কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে ইস্যুকৃত পদোন্নতির আদেশ বে-আইনী হওয়ায় প্রথম পক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের আদেশ বাতিল করিয়া ইং ২-৩-৯৩ তারিখের কর্তৃক আদেশ জারী করা হয়। ইহা ব্যতিরেকে, তিনি অফিস সহকারী পদের উপরের স্কেলের বেতনক্রমে পদোন্নতির পূর্ব পদে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ করনিক পদেই তাহাকে তৃতীয় টাইম স্কেলের বেতন দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ খারিজযোগ্য। উল্লেখ্য যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী জবাব তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়

(১) বর্তমান মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় কিনা ?

(২) রাজশাহী সুগার মিলের কর্মরত প্রথম পক্ষের ইং ১-৮-৯১ তারিখের জ্যেষ্ঠ করনিক পদ হইতে অফিস সহকারী পদে ইনকামবেনট ভিত্তিতে পদোন্নতি সংক্রান্ত আদেশ বিধি বিধান সম্মত কিনা ?

(৩) রাজশাহী সুগার মিলে কর্মরত ইনকামবেনট ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের অফিস সহকারী পদ হইতে জ্যেষ্ঠ্য করনিক পদে পদাবনতি সংক্রান্ত ইং ২-৩-৯৩ তারিখের আদেশ আইনসম্মত কিনা ?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বরঃ ১, ২, ৩ ও ৪।

সংক্ষিপ্তকরন ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে পর্যালোচনার নিমিত্ত গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল খালেক সরদার কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথা- ইং ১৫-১২-৬৮ তারিখ টাইপিষ্ট পদে নিয়োগ পত্র; প্রদর্শনী-১, ইং ১১-৩-৭০ তারিখে বেতন পর্ন নির্ধারন সংক্রান্ত অফিস আদেশ, প্রদর্শনী-২, ইং ৫-১-৭৩ তারিখের টাইপিষ্ট-কাম-ক্লার্ক পদে নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-৩, ইং ৭-১০-৭৪ তারিখের ফরিদপুর সুগার মিলের প্রজেক্ট ইনচার্জ কর্তৃক সিনিয়র ক্লার্ক পদে পদোন্নতি সংক্রান্ত অফিস আদেশ প্রদর্শনী-৪, বাংলাদেশ সুগার মিল কর্পোরেশন কর্তৃক ইং ১১-৯-৭৫ তারিখে প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল খালেককে জ্যেষ্ঠ করনিক (প্রশাসন) ফরিদপুর চিনি কল হইতে রাজশাহী চিনিকলে বদলীর আদেশ, প্রদর্শনী-৫, রাজশাহী চিনিকলের মহা-ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ইং ১-৮-৯১ তারিখে জ্যেষ্ঠ করনিক ভাণ্ডার বিভাগকে বিশেষ বিবেচনা করতঃ ইনকামবেনট ভিত্তিতে তাহার বর্তমান বেতন ও বেতন স্কেলে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি দেওয়া সংক্রান্ত আদেশ, প্রদর্শনী-৬, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১-৮-৯১ তারিখেই অফিস সহকারী হিসাবে কার্যে যোগদান সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-৭, প্রথম পক্ষকে জ্যেষ্ঠ করনিক ভাণ্ডার বিভাগ ইং ১-৭-৯১ তারিখে ১৭২৫-==-১০৫-২৪৬০-১১৫-৩৭২৫== টাকার স্কেলের ৩১৫০ টাকা নির্ধারন সংক্রান্ত ইং ২-৩-৯৩ তারিখের অফিস আদেশ, প্রদর্শনী-৮, অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি বহাল রাখার আবেদন সংক্রান্ত মহা-ব্যবস্থাপক বরাবরে ১ম পক্ষ কর্তৃক লিখিত ইং ৭-৩-৯৩ তারিখের গ্রীভান্স পিটিশন প্রদর্শনী-৯, রেজিষ্ট্রী রশিদ, প্রদর্শনী-৯(ক) এবং প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, প্রদর্শনী-১০ হিসাবে চিহ্নিত হইল।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাবের সমর্থনে রাজশাহী সুগার মিলে তৎকালীন জি, ত্রম এবং বর্তমানে বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজের প্রধান রসায়নবিদ হিসাবে ঢাকা হেড অফিসে কর্মরত মো: রফিক উল্লা ডি, ডব্লিউ-১ এবং একই কর্পোরেশন সংস্থাপন বিভাগের ডিপুটি চীফ হিসাবে কর্মরত দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-২ হিসাবে জবানবন্দির স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহাদেরকে জেরা করা হইয়াছে এবং তাহাদের দাখিলী কাগজাদি যথা-বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮৫ ত্রর সত্যায়িত কপি প্রদর্শনী-ক সিরিজ, রাজশাহী সুগার মিলস লি: শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত সেট-আপ এরসত্যায়িত কপি, প্রদর্শনী-খ সিরিজ, বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের ইং ২২-৮-৯২ তারিখের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের সত্যায়িত কপি, প্রদর্শনী-গ লি: এবং একই কর্পোরেশন কর্তৃক রাজশাহী সুগার মিলস বরাবরে লিখিত ইং ২৫-২-৯৩ তারিখের সেট-আপ বহির্ভূত ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতি বাতিল সংক্রান্ত পত্র, এবং যৎভিত্তিতে প্রথম পক্ষসহ অন্যান্যদের বেতন নির্ধারণী অফিস নোট সংক্রান্ত কাগজাদি, প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইল।

যুক্তি তর্ক কালীন সময় আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে ও দাখিলী কাগজাদি বিবেচনান্তে দেখিতে পাই যে, ১ম পক্ষ স্বীকৃত মতে জ্যেষ্ঠ করনিক (প্রশাসন) হিসাবে ইতিপূর্বে ফরিদপুর চিনিকল (প্রদর্শনী-৫ মতে) পরবর্তীতে রাজশাহী সুগার মিলে ভাণ্ডার বিভাগে কর্মরত থাকেন। প্রদর্শনী-৬ মোতাবেক প্রথম পক্ষকে রাজশাহী সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে তাহার তৎকালীন বেতন ও বেতন স্কেলে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি দেন ত্রবং উক্তরূপ পদোন্নতিতে তাহার কাজের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হইবে না বা পদোন্নতিতে তাহার স্থলে কোন করনিক পদের শূন্যতার সৃষ্টি হইবে না এবং উক্ত আদেশ তাহার যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে মর্মে অফিস আদেশ রহিয়াছে। প্রথম পক্ষ উক্ত ইং ১-৮-৯১ তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে অফিস সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি কর্তৃক লিখিত জবাবের প্রেক্ষিতে এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু প্রথম পক্ষের পদোন্নতি মিলের প্রশাসনিক অবকাঠামো বা সেট-আপ বহির্ভূত এবং পদোন্নতি পদ্ধতি অনুসরন করা হয় নাই সেহেতু এইরূপ পদোন্নতি আইনগত কোন ভিত্তি নাই। আমরা রিক্রুটমেন্ট রুলস, প্রদর্শনী-ক এর পদোন্নতি পদ্ধতি সংক্রান্ত রুল নং ১০ আউট অব টিম প্রোমোশন এণ্ড স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত রুলস নম্বর ১১ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও পদ ও পদের পুরন সম্পর্কিত শর্তাদি যাহা উক্ত রুলের সংযুক্ত রহিয়াছে ও পর্যবেক্ষন করিয়াছে এবং একই সংগে আমরা রাজশাহী সুগার মিলের (প্রশাসনিক সেট-আপ সম্পর্কিত কাগজাদি, প্রদর্শনী-খ প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রদর্শনী-খ হইতে আরও পরিলক্ষিত হয় যে রাজশাহী সুগার মিলের ভাণ্ডার বিভাগে অবকাঠামোতে অফিস সহকারী কোন পদের অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। বাংলাদেশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ(ন্যাশনালাইজেশন) আদেশ, ১৯৭২ (পি, ও নং ২৭/১৯৭২) এর ১৭ নম্বর ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের রেগুলেশনের ভিত্তিতে রাজশাহী সুগার মিলস সহ অন্যান্য মিলের নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, সমন্বয় করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একইভাবে সার্ভিসেস (রিঅর্গানাইজেশন এণ্ড কণ্ডিশন) এক্ট, ১৯৭৫ এর ২(এ) এবং ৭৫ এর ৫ নং বিধান মোতাবেক দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ইউনিফাইড গ্রেডস এবং পে-স্কেলের সংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করেন। এবং একই আইনের ৩ ধারায় বিধান মোতাবেক ঐ আইনের বিধানাবলী প্রয়োগের প্রাধান্য রাখা হইয়াছে। প্রদর্শনী-গ সিরিজ এর ১৪ নং পৃষ্ঠাতে বিভিন্ন চিনি কলের ও এ, সি এ, সিএ, এর হিসাব সহকারী ও সমমানের পদে সেট-আপ বহির্ভূত ভাবে ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রাপ্তদের বেতন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী ১-৭-৯১ তারিখে নির্ধারন প্রসংগে এই মর্মে ফুড এণ্ড সুগার ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত

হয় যে সেট-আপ বহির্ভূত ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা যুক্তিসংগত নয় বিধায় যাহাদের ইতিপূর্বে সেট-আপ বহির্ভূত ভাবে ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের অনুমোদিত সেট-আপ বহির্ভূত অনুরূপ পদোন্নতি বাতিল গণ্য করিয়া নিয়মানুযায়ী তাহাদের বেতন নির্ধারন করার নির্দেশ দিতে হইবে। উপরে বর্ণিত ১৯৭২ সনের পি, ও, নম্বর ২৭ এর বিধানাবলী অনুসারে বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার রহিয়াছে।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের চাকুরী বিধি মোতাবেক ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়ার কোন বিধান পরিদৃষ্ট হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের বেতন স্কেল বা কার্য পরিধির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তৃতীয়তঃ রাজশাহী সুগার মিলের কর্তৃক সেট-আপ বহির্ভূত পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার বা কর্পোরেশনের কোন অনুমোদন পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কাজেই, রাজশাহী সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম জ্যেষ্ঠ করণিক পদ হইতে অফিস সহকারী পদ সংক্রান্ত ইং ১-৮-৯১ তারিখের আদেশ বিধি সম্মত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রসংগতঃ ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, প্রথম পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ হক কর্তৃক ৩৩ ডি, এল, আর(এডি), ১৯৭৯ এর ২৭২ পৃষ্ঠা এবং একই ডি, এল, আর এর ৪২৭ পৃষ্ঠাতে হাইকোর্ট বিভাগের লিপিবদ্ধ কেস সমূহের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে উহার বিষয়বস্তু ও বর্তমান মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এক নহে। প্রসংগতঃ আরও উল্লেখ্য যে, ১৮৯৮ সালের জেনারেল ক্লজেস এক্ট এর ২১ ধারার বিধান মোতাবেক যে, কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদান করিতে পারেন, তিনি উক্ত আদেশ রদ, রহিত, বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারেন। কাজেই কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম পক্ষকে অফিস সহকারী পদ হইতে পদাবনতি সংক্রান্ত রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ ইং ২-৩-৯৩ তারিখের আদেশ বিধি বা আইন পরিপন্থি নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য হইলাম।

ইহা ব্যতিরেকে, প্রথম পক্ষের মোকাদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয়তা প্রশ্নে প্রথম পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু প্রথম পক্ষকে ইনক্রামবেন্ট ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল এবং পরবর্তীতে তাহা বাতিল করতঃ তাহার পূর্ব পদ জ্যেষ্ঠ করণিক পদে পদাবনতি করা হয়। কাজেই, বিষয়টি আইনগত দিক বিশ্লেষনের এখতিয়ার ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে শ্রম আদালতের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। কাজেই, মোকদ্দমাটি উক্ত ধারায় রক্ষনীয়।

আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীর সহিত একমত পোষণ করিলাম। উপরে বর্ণিত পূর্বাপর আলোচনার ভিত্তিতে এক্ষনে, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন মতপোষন করিয়া লিখিত মতামত দেন নাই। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ- ১২-২-৯৮।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৬৯/৯৫

আবদুল হামিদ বকাউল,
প্রযত্নে : রব পাটোয়ারীর চায়ের দোকান,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস গেইট,
পো: পুরানবাজার, পূর্ব শ্রীরামদি, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লি:,
পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লি:,
৫২, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-২—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশও নং ২৪, তারিখ ২৫-২-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিকপক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ইং ২৭-১০-৯৭, ১৭-১২-৯৭ ও ২৩-১-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
তারিখ : ২৫-২-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৩৩/৯৫

মোঃ একরামুল হক,
পিতা মৃত করিমুল হক,
ষ্টোর কিপার (এ)
কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, বিউবো, টংগী,
বর্তমানে-৭/১০, আওস খানা লেন,
লালবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
ওয়াপদা ভবন,মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
প্রতিনিধিত্বে-ইহার চেয়ারম্যান।

(২) প্রধান প্রকৌশলী (সাভিসেস),
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
আঃ গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

(৩) উপ-পরিচালক (ভাণ্ডার),
কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, বিউবো, টংগী,
জিলা গাজীপুর—দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহাম্মদ (মালিকপক্ষ), সদস্য।
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ ৬-২-৯৮

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার অধীনে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত একটি মোকদ্দমা।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি ইং ১-১১-৭৩ তারিখে নিরোগ লাভ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, টংগীতে ইং ১৬-৪-৮৬ তারিখ ষ্টোর কিপার 'এ' পদে নিয়োজিত হন। তাহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক ও নিষ্কলুষ এবং তিনি বর্তমানে সর্বসাকুল্যে ১৭৬৪.৮২ টাকা বেতনপ্রাপ্ত হইতেছেন। ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলের বা ১৯৯১ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার কোন বেতন নির্ধারণ করা হয় নাই। পূর্বতন স্কেলেই তাহাকে তাহার বেতন ভাতাদি দেওয়া হইয়াছে বিধায় তিনি আর্থিক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তিনি তাহার বেতন নির্ধারণের জন্য মৌখিকভাবে এবং ইং ৫-১১-৯২ ও ৩০-১১-৯২ তারিখে লিখিতভাবে উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, টংগী, গাজীপরকে অবহিত করেন। তিনি ইং ৩০-৩-৯৫ তারিখ পর্যন্ত তাহার বকেয়া বেতন ভাতাদি বাবদ ৪৭,৩৪৮ টাকা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পাওনা হইয়াছেন। এতদপ্রসংগে তিনি ইং ৬-৪-৯৫ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে উকিল নোটিশ

প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি ১৯৮৫ ও ১৯৯১ সালের যথাক্রমে সংশোধিত নূতন বেতন স্কেল এবং জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বকেয়া বেতন ভাতাদি ও ইনক্রিমেন্ট সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কাজেই, তিনি অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষে ইহার সচিবের স্বাক্ষরে লিখিত জবাবের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে অত্র মোকদ্দমা রক্ষনীয় নহে উল্লেখে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, প্রথম পক্ষকে জয়দেবপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন ট্রান্সফরমার এর রিকুইজিশন ফরম অসৎ উদ্দেশ্যে নিজের হেফাজতে রাখেন এবং দুই মাস পর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরে জমা দেন। এই অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে তাহার বিরুদ্ধে ইং ৪-১১-৮৪ তারিখের স্মারক নং সিইআর এস/এএসটি/১৫৫/৮৪/২২৫৭ মূলে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারায় শাস্তিস্বরূপ তাহার তিনটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ী-ভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং স্মারক নং ২০২০, তারিখ ২০-১১-৮৫ মোতাবেক উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে লিখিত জবাব পেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ইং ২৭-১১-৮৫ তারিখে তাহার দাখিলী লিখিত বক্তব্য পেশ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহার তিনটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। তিনি সি,ই, আর, এস, এ চাকুরীতে থাকার সময় তিনটি লেদ টুলস চুরির দায়ে সাময়িকভাবে চাকুরীচ্যুত হন যাহার স্মারক নং ২২৬৬, তাং ৫-১১-৮৪ এবং পরবর্তীতে তাহার তিনটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়, এবং তিন সেট লেদ টুলস এর সমপরিমাণ টাকা ৭,৯০০ জরিমানা আদায় করিয়া তাহার আকুল আবেদন বিবেচনার প্রেক্ষিতে তাহার স্মারক নং ২৩৮, তাং ২৪-৭-৮৫ মতে তাহাকে চাকুরী তে পুর্বাহাল করা হয়। উপ-পরিচালক, ষ্টোরস, কেন্দ্রীয় মাল রক্ষণাগার, টংগী, চাকাতাহার স্মারক নং ২৩২,তারিখ ২৮-৯-৮৭ মোতাবেক একাউন্টস অফিসার কর্তৃক প্রথম পক্ষের সার্ভিস বুক বেতন নির্ধারণ সেলে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহার চাকুরী বহিতে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য থাকায় তাহার বেতন নির্ধারণ করা যায় নাই। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দুই দফায় মোট ৬(ছয়)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ী-ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এমতাবস্থায় তাহার মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) অত্র মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় কিনা ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ঃ

উভয় বিচার্য বিষয় সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত

রহিয়াছেন। ইহাও স্বীকৃত যে, তাহার বেতন ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নতুন স্কেল এবং ১৯৯১ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে নির্ধারণও হয় নাই এবং তিনি তাহার পূর্বের আহরিত বেতন ভাতাদি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমার সমর্থণে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথা—বেতন নির্ধারণের জন্য প্রেরিত পত্রসমূহ, প্রদর্শনী-১ সিরিজ, লিগ্যাল নোটিশ, প্রদর্শনী-২ সিরিজ; ডাক রশিদ, প্রদর্শনী-৩ সিরিজ ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় ভান্ডার, টংগী, গাজীপুর অফিসে ভারপ্রাপ্ত উচ্চমান সহকারী, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথা—প্রথম পক্ষের সাময়িক কর্মচ্যুতি সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-ক, সাভিস বুক, প্রদর্শনী-খ, পুনর্বহালের আদেশ, প্রদর্শনী-গ, অডিট আপত্তি সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হিসাবে দাখিল করা হইয়াছে।

আমরা স্বাক্ষীগণের বক্তব্য ও আদালতে দাখিলী কাগজপত্রের ভিত্তিতে দেখিতে পাইতেছি যে, অডিট আপত্তির কারণে প্রথম পক্ষের বেতন নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। প্রদর্শনী-খ মোতাবেক ইং ৫-১১-৮৪ তারিখের দপ্তর আদেশ নং সিইআরএস/ইএসটি-১৫৫/৮৪/২২৬৬, মতে প্রথম পক্ষকে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে কর্মচ্যুত করা হয়। ইং ৫-১১-৮৪ তারিখ হইতে ইং ৬-৭-৮৫ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল কিভাবে গণ্য করা হইয়াছে এবং কোন তারিখে তাহাকে পুনর্বহাল করা হইয়াছে দপ্তরাদেশ উল্লেখপূর্বক চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া সত্যায়িত করিতে পারিবে মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। প্রদর্শনী-খ(১) মতে দেখা যায় যে, অন্যান্য অডিট আপত্তি দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের সাময়িক কর্মচ্যুত আদেশ এবং পুনর্বহালের আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সাময়িক বরখাস্ত করা কালীন সময় কিভাবেগণ্য করা হইয়াছে তাহার চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ করার নিমিত্ত তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। আমরা প্রদর্শনী-গ সিরিজ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দপ্তর আদেশ নং ২৩৮, তারিখ ৪-৭-৮৫ পত্র মতে তিনটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বন্ধী করাসহ আত্মসাতকৃত লেদ মেশিনের টুলস উক্ত তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ষ্টোরে জমা দেওয়া এবং ইং ৭-৭-৮৫ তারিখ হইতে ২০-৭-৮৫ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুরের শর্ত সাপেক্ষে প্রথম পক্ষকে তাহার চাকুরীতে পুর্নবহাল করা হয়। কিন্তু উক্ত পুর্নবহালের আদেশে ইহা উল্লেখ নাই যে, ইং ৫-১১-৮৫ হইতে ৬-৭-৮৫ তারিখ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্তকাল কিভাবে গণ্য করা হইবে।

ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার জেরাতে ও উক্ত বিষয় স্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ইমপ্লয়িস) সার্ভিস রুলস, ১৯৮২ এর ১৪৭ বিধির আওতায় আপত্তির বিষয়াদি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য এবং দপ্তর আদেশের মাধ্যমে ইহা নিষ্পত্তি করিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলিয়া প্রতিয়মান হয় না। ইহা ব্যতিয়েকে আরও উল্লেখ্য যে, প্রথম পক্ষের পুর্নবহালের পর প্রথম পক্ষের ১৯৮৫ সালের সংশোধিত নুতন বেতন স্কেল, ১৯৯১ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে তাহার বেতন নির্ধারণের সুবিধা পাইতে আইনতঃ অধিকারী এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইহা নিষ্পত্তি করার দায়বদ্ধতা রহিয়াছে। কাজেই মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অন্যাদেশের ৩৪ ধারার অধীনে রক্ষনীয় মর্মেও আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। এই প্রসংগে আদালতের মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ লিখিত মতামত দাখিল করিয়াছেন এবং তিনি তাহার মতামতে এই মর্মে নিম্নোক্ত মতামত দিয়াছেন।

"From the order of re-instatement issued by the 2nd party *i. e.* order No. 238 dt. 4.7.85 it is clear that he was dismissed under sec. 17 & 18 of standing orders Act 1965 & subsequently was re-instate on the basis of mercy petition as per service rule of PDB *i. e.* 2nd party. As per clause 147 of the said service rule the Second party has the right to dispose off the issues raised in audit observation *i. e.*, treatment of suspension period from 5.11.84 to 6.7.85.

In the case both the parties could not submit required papers, other than copies of suspension order and re-instatement order, to help the court.

In view of the above, I am of the opinion that the learned court may kindly pass an order directing the 2nd party to decide the audit observation raised as per clause 147 of the service rule and there after fix the salary of the Ist Party as per MNSP—'85 & NNSP-'1991."

অপর সদস্য (শ্রমিক পক্ষ) ভিন্ন মত পোষণ করিয়া কোন লিখিত মতামত না দিলেও তাহার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে আংশিক মঞ্জুর হইল। উপরে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রথম পক্ষের বেতন নির্ধারণের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও কেস নং ২২৭/৯৫

(১) মিস হাসনা হেনা, প্রেসিডেন্ট,
বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন
(বাংলাদেশ ইনডেপেন্ডেন্ট গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন)
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।

(২) শামীমা আকতার (লাকি),
জেনারেল সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন
(বাংলাদেশ ইনডেপেন্টডন্ট গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন),
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭—প্রথম পক্ষ।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, সরকার,
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ২৫-২-৯৮

মামলাটি কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষ কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ ৪-১১-৯৭, ২৩-১২-৯৭, ২৪-২-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ২/১৯৯৬

আবদুল মোতালেব,
জি, পি, চ-৫৮,
মহাখালী ওয়ারল্যাচ গেট,
থানা-গুলশান, ঢাকা-১২১২—দরখাস্তকারী।

বনাম

মালিক/চীফ এক্সিকিউটিভ,
এ, এম, সী এজেন্সী
সিটি হার্ট (চতুর্থ তলা),
৬৭, নয়া পল্টন,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষ।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, (জেলা ও দায়রাজজ) ।
জনাব আলী আফজাল ফারুক (মালিক পক্ষ), সদস্য ।
জনাব ফজলুল হক মন্টু (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (খ) ধারার আওতায় আনিত একটি দরখাস্ত ।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি ইং ১-১২-৯৮ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে ড্রাইভার পদে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক সর্বশেষ বেতন ছিল ৫,২০০/=টাকা। ইং ১-১-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ১-১২-৮৮ হইতে ১-১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন মর্মে সার্টিফিকেট ধরাইয়া দিয়া চাকুরী হইতে টারমিনেট করেন । তাহার চাকুরী টারমিনেশনের কোন পুর্ব নোটিশ দেওয়া হয় নাই । তিনি টারমিনেট হওয়ার পরে তাহার বকেয়া বেতন দাবী করেন । অতঃপর পাওনা দাবী করিয়া ইং ১৪-১-৯৬ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরন করেন । চাকুরী হইতে টারমিনেটেড হওয়ার ফলে তিনি (ক) ১২০ দিনের নোটিশ পে বাবদ ৫,২০০×৪ =২০,৮০০, (খ) প্রতি বৎসর ৩০ দিন হিসাবে ৭ বৎসরের ক্ষতিপুরন বাবত ৫,২০০ × ৭ = ৩৬,৪০০, (গ) ১ মাসের বকেয়া বেতন- ৫,২০০ টাকা, (ঘ) ১ (এক) মাসের অর্জিত ছুটি ৫,২০০ টাকা একুনে ৬৭,৬০০ টাকা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পাওনা হইয়াছেন। উক্ত টাকা সহ মামলার খরচা ও ক্ষতি-পুরনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের আবেদনে প্রথম পক্ষ কর্তৃক এই মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে ।

দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাবের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমায় প্রতিহন্দিতা করা হইয়াছে । প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সাধারণভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ এই মর্মে সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ড্রাইভার হিসাবে ২,৫০০/ টাকা বেতনে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে তাহার বেতন ক্রমানুয়ে বৃদ্ধি করা হইলে সর্বশেষ তাহার বেতন দাড়ায় ৩,০০০/ (তিন হাজার) টাকা । ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষ অন্যত্র ৫,২০০/ টাকার বেতনে ভাল একটি চকুরী পাইয়াছেন জানাইয়া একটি অভিজ্ঞতার সনদ পত্র দাবী করেন । এতদপ্রেক্ষিতে ঐ দিনই তাহাকে একটি সনদ পত্র দেওয়া হয় । তাহার পরের দিন প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অফিসে উপস্থিত হইয়া কিছু সার্ভিস বেনিফিট দাবী করেন। তখন দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে জ্ঞাত করেন যে কেহ স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া গেলে সে কোন সার্ভিস বেনিফিট প্রাপ্ত হয় না । ইহাতে প্রথম পক্ষ রাগান্বিত হন এবং কি ভাবে আদায় করিতে হয় তাহা তিনি জানেন এবং দেখিয়া নিবেন বলিয়া জানান । ইহার পর ইং ১৪-১-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের একটি অনুযোগ পএ প্রাপ্ত হন । ইহাতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ডাকাইয়া আনিয়া মিথ্যা অনুযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহাতে কোন জবাব না দিয়া চলিয়া যায় । যেহেতু প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে পদত্যাগ করেন এবং এক মাস পর অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন সেহেতু অত্র মোকদ্দমা আইনতঃ অরক্ষনীয় ও খারিজযোগ্য ।

বিচার্য বিষয়

(১) অত্র মোকদ্দমা আইনতঃ রক্ষণীয় কিনা ?

(২) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক টারমিনেটেড হইয়াছেন না স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা ?

(৩) প্রথম পক্ষের শেষ মজুরী ৫,২০০/ টাকা ছিল না ৩,০০০/ টাকা ছিল ?

(৪) প্রথম পক্ষ অন্য কি প্রতিকার পাইতে হকদার ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩, ও ৪ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহিত হইল।

প্রথম পক্ষ আবদুল মোতালেব পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে—১ হইতে ৪ পর্যন্ত প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে তাহার ম্যানেজার মোঃ ওমর কর্তৃক ডি, ডব্লিঃ- ১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী- ক ও খ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় প্রথমেই নির্ধারণ করিতে হইবে যে প্রথম পক্ষের দাবীকৃত সর্বশেষ মাসিক বেতন ৫,২০০ টাকা ছিল না ৩,০০০ টাকা ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে চলিয়া গিয়াছিল না তাহাকে ইং ১-১-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক টারমিনেট করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রশংসা পত্র, প্রদর্শনী-৪ বা প্রদর্শনী-খ ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখে ইস্যু করা হইয়াছে।

মাসিক ৫,২০০ টাকা বেতনের সমর্থনে তিনি পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষর দিয়াছেন। অপর দিকে ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার জবানবন্দিতে এই মর্মে স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের বেতন বাড়িয়া ১৯৯৫ সনে মাসিক ৩,০০০ টাকাতে দাড়ায়। তাহার জেরার সাক্ষ্যে তিনি বলেন প্রথম পক্ষের সর্বশেষ মজুরী ৩,০০০ টাকা ছিল এই সম্পর্কে কোন কাগজ পত্র দাখিল করি নাই। তবে কোর্ট চাহিলে সংশ্লিষ্ট কাগজ দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নথিতে রক্ষিত ইং ১৭-৮-৯৭ তারিখের দরখাস্ত মতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ সনের হাজিরা খাতা ও মজুরী রেজিষ্টার তলব করা হয়। ইহাতে দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৭-৯-৯৭ তারিখের দরখাস্ত মতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের কার্যালয়, ৯৪/এ, কাকরাইল হইতে সিটি হাট রিল্ডিং, ৬৭, নয়া পল্টনে পরিবর্তনের সময় বহু কাগজ পত্রাদি হারাইয়া যায় ফলে প্রথম পক্ষের প্রার্থীত মতে কাগজাদি দাখিল করা সম্ভব নহে বিধায় অব্যাহতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিধিমতে দ্বিতীয় পক্ষ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রথম পক্ষের হাজিরা খাতা ও মজুরী রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা আবশ্যক। ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হয় এবং সেই আয়কর রিটার্নে প্রথম পক্ষের বেতনের হার উল্লেখ থাকার কথা। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বেতন সংক্রান্ত দাবী খণ্ডনের নিমিত্তে এইরূপ কোন কাগজ পত্র আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আনয়ন করিতে পারিতেন যে, তাহার বেতন ৩,০০০ টাকা। কারণ প্রথম পক্ষের বেতন সংক্রান্ত দাবী খণ্ডনের দায়িত্ব তাহার উপরই ন্যাস্ত। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার উপরে ন্যাস্ত দায়িত্ব তৎকর্তৃক পালিত

না হওয়ায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষের সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ৫,২০০ টাকা। প্রশংসা পত্র, প্রদর্শনী-৪ অথবা ইহার কার্বন কপির বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ উক্ত প্রশংসা পত্র ইস্যুর দিন তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। প্রদর্শনী-৪ যাহা দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে দেওয়া হয় সেখানে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরের নীচে ১-১-৯৬ তারিখ লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। অপরদিকে উহার কার্বন কপি, প্রদর্শনী-খ তে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর থাকিলেও উহার নীচে কোন তারিখ দেওয়া নাই। ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার জেরাতে স্বাক্ষ্য এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, প্রদর্শনী-৪ তে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর দ্বিতীয় পক্ষের ইহা সঠিক তবে তারিখটি দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত নহে। তিনি জেরাতে আরও স্বাক্ষ্য দিয়াছেন যে, লিখিত জবাবে ইহা উল্লেখ করা হয় নাই যে, দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরের নীচে তারিখটা দ্বিতীয় পক্ষের দ্বারা বসানো নহে।

উপরোক্ত স্বাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে ইহাই উল্লেখ্য করিতে হয় যে, স্বীকৃত মতে প্রদর্শনী-৪ বা প্রদর্শনী-খাত পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর দ্বিতীয় পক্ষের। প্রদর্শনী—৪ তে স্বাক্ষর যে কালি ব্যবহার করা হইয়াছে সেই কালি যোগেই ইং ১-১-৯৬ তারিখটি বসানো হইয়াছে বলে আমরা খালি চোখেই নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। যেহেতু প্রদর্শনী-৪টি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে স্বীকৃত মতে প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই, ইহার বক্তব্য ও তারিখ সঠিক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রদর্শনী খাতে যেহেতু এ দ্বিতীয় পক্ষের অফিসের সংরক্ষণের জন্য সেহেতু ইহাতে তারিখ বসানো বা না বসানো তাহা দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছাধীন বিষয়। উপরোক্ত অবস্থায় এই সকল বিষয়াদি বিবেচনাক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রদর্শনী-৪ ইং ১-১-৯৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী-৪ এর বক্তব্য মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক স্বয়ং ইহা স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ তাহার অধীনে ইং ১-১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২১ ধারার বিধান মোতাবেক মালিক কর্তৃক জনৈক শ্রমিক সার্ভিস টারমিনেশনের সময় একটি চাকুরীর সার্টিফিকেট পাইতে অধিকারী। কাজেই, মালিক দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক আলোচ্য ক্ষেত্রে আইন সম্মত ভাবে প্রথম পক্ষকে প্রদর্শন—৪ ইস্যু করা হইয়াছে এবং উক্ত প্রদর্শনী—৪ এর বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ১-১২-৮৮ হইতে ১-১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে ছিলেন।

অপরদিকে ডি, ডব্লিউ—১ এর জবানবন্দির স্বাক্ষ্য মোতাবেক ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষ অন্যত্র ৫,২০০ টাকার বেতনে ভাল একটা চাকুরী পাইয়াছেন বলিয়া একটি অভিজ্ঞতার সনদপত্র দাবী করে। তৎপ্রেক্ষিতে তাহাকে একটি অভিজ্ঞতার সনদ পত্র দেওয়া হয়। পরের দিন প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া কিছু সার্ভিস বেনিফিট দাবী করে। তখন দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে জ্ঞাত করে যে কেহ স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া গেলে কেহ সার্ভিস বেনিফিট পায় না। তখন প্রথম পক্ষ ক্ষেপিয়া বলে যে, টাকা কিভাবে আদায় করিতে হয় তাহা তিনি জানে এবং সে দেখিয়া নিবে বলিয়া যায়। ইং ১৪-১-৯৬ তারিখ তাহারা প্রথম পক্ষের একটি অনুযোগ পত্র প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে মৌখিকভাবে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহার মিথ্যা অনুযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে সে কোন জবাব না দিয়া চলিয়া যায়। উপরোক্ত ডি-ডব্লিউ—১ এর বক্তব্য ও প্রদর্শনী—৪ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ডি, ডব্লিউ-১ এর বক্তব্য সত্য হইলে ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষের অফিসে হাজিরা খাকার কথা বা প্রথম পক্ষের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার কথা এবং ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখ হইতে ইং ১-১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত স্বাক্ষর থাকার কথা নহে। কিন্তু এইরূপ কোন হাজিরা খাতা দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক আদালতে উপস্থাপন করা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষের দাখিলী কোন

পদত্যাগ পত্র আদালত সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষ স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট অব সার্ভিসের প্রদর্শনী—৪ এর বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ ইং ১-১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন এবং সার্ভিস টারমিনেশনের ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক শ্রমিককে এই ধরণের সার্টিফিকেট অব সার্ভিস প্রদান করা হইয়া থাকে।

ডি, ডব্লিউ—১ এর ক্লেয়ার স্বাক্ষ্য মোতাবেক প্রথম পক্ষের ইং ১৪-০১-৯৬ তারিখের পত্র প্রদর্শনী—১ দ্বিতীয় পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত পত্রে প্রদর্শনী—১তে টারমিনেশনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি আরও স্বাক্ষ্য দেন যে, উক্ত অনুযোগ পত্র পাওয়ার পরেও তাহারা প্রথম পক্ষকে লিখিত ভাবে জানান নাই যে সে স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বীকৃত মতে এই টারমিনেশনের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে কোন নোটিশ প্রদান করা হয় নাই।

উপরে বর্ণিত স্বাক্ষ্যাদি বিশ্লেষনে এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে পদত্যাগ করেন নাই বরং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে। কাজেই, প্রথম পক্ষ চাকুরীর নোটিশ পে বাবদ—১২০ দিনের ৫২০০×৪=২০,৮০০ টাকা, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতি বৎসর ৩০ দিন হিসাবে সাত বৎসরের অর্থাৎ ১-১২-৮৮ হইতে ১-১-৯৬ তারিখ পর্যন্ত —৫,২০০×৭=৩৬,৪০০ টাকা, বকেয়া ডিসেম্বর, ৯৫ এক মাসের প্রাপ্য বেতন ৫,২০০×১=৫,২০০ টাকা, অর্জিত ১ মাসের ছুটি বাবদ ৫,২০০×১=৫,২০০ টাকা একুনে ৬৭,৬০০ টাকা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রাপ্য হইবেন। ইহা উল্লেখ্য যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদর্শনী—১,২,৩ মোতাবেক রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে ইং ১০-১-৯৬ তারিখে অনুযোগ পত্র দেওয়া হয় এবং ইং ১২-২-৯৬ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক মামলা দায়ের করা হয়। ইহা ব্যতিরেকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার শর্তাংশ মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে তাহার চাকুরীর টারমিনেশন-জনিত ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় বর্ণিত সুবিধাদি প্রদান না করায় অত্র মোকদ্দমা চলিত কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নাই। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করিয়া কোন লিখিত মতামত প্রদান করেন নাই। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা দোওরক্কা শুনানীতে বিনাখরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে তাহার চাকুরীর টারমিনেশন জনিত আর্থিক সুবিধা বাবদ সর্বমোট ৬৭,৬০০ (সাতষট্টি হাজার ছয় শত টাকা) টাকা প্রদান করিবার নিমিত্ত এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ ২৪-২-৯৮

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং/১৮/৯৬

মোঃ নাছির উদ্দিন,
পিতা পরাক সদার,
গ্রাম ধর্মগঞ্জ, পোঃ এনায়েত নগর,
থানা ফতুল্লা, জেলা—নারায়নগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) হোসেন জুট মিলস লিঃ,
পক্ষে—উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
২৬৩, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
হোসেন জুট মিলস লিঃ,
এনায়েতনগর, ফতুল্লা,
নারায়নগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখঃ ১১-২-৯৮ ইং

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের ইং ২৫-১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত বিবেচিত হইল এবং তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ১১-২-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং/৬৬/৯৬

আমেনা খাতুন,
স্বামী-মরহুম জয়নাল আবেদীন,
প্রাক্তন বার্জ লস্কর, নং-৮১১৭১,
গ্রাম-সোদ্দলপুর, পোঃ-কালামুন্সীর হাট,
থানা সদর, জিলা নোয়াখালী—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
ইহার পক্ষে-চেয়ারম্যান,
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

(২) উপ- মুখ্যকর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজদৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৩) উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজদৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৪) চীফ পারসোনেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজদৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৫) ম্যানেজার (পারসোনেল),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজদৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৬) ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার (বহর),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৮৫, সিরাজদৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৭) মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য),
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

(৮) ম্যানেজার (কর্মশিয়াল), চলতি দায়িত্বে-দাবী শাখা
বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
(আভ্যন্তরীন জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান),
৫নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত:-মো: আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ: ২৬/২/৯৮

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৯৫ (২) ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারীনি আমেনা খাতুন কর্তৃক আনিত একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীনীর সংক্ষিপ্তাকারে মোকদ্দমা এই যে, তাহার স্বামী মরহুম জয়নাল আবেদীন প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে ইং ১-১০-৬৭ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া ইং ৭-৮-৯৫ তারিখে চাকুরীকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। তাহার শেষ মূল বেতন ছিল ২,৫৪০·০০ টাকা এবং চাকুরীকাল ছিল ২৭ বৎসর ৫ মাস ৮ দিন। তাহার স্বামী প্রতিপক্ষকর্তৃপক্ষের ইং:-১-১১-৯৫ তারিখের পত্র মূলে ১,৪২,২৪০ টাকা আনুতোষিক প্রাপ্য হন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষের ইং ১৯-১২-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র মতে ৪৩,৭২৬·০৪ টাকা ঘাটতি জনিত ডেবিট নোট বাবদ কর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ডেবিট নোট বিষয়ে তাহার স্বামীকে কখনও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহার স্বামীর জীবত দশাতেই তাহাকে তাহার প্রাপ্যাদি গ্রহণের জন্য নোমিনি করিয়া যান। তিনি উক্ত নোমিনেশনের ভিত্তিতে ৭০,১৬৯·৯৬ টাকা গ্রহন করেন। তিনি তাহার স্বামীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত ৪৩,৭২৬·০৪ টাকা ফেরত দানের জন্য বার বার প্রতিপক্ষের অফিসে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া প্রত্যাখিত হন। কাজেই তিনি এই মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১নং প্রতিপক্ষ বি,আই,ডব্লিউ,টি,সি এর চেয়ারম্যান পক্ষে সচিব ও জনাব মো: মাজহারুল হক, জেনারেল ম্যানেজার (কামশিয়াল)-এর স্বাক্ষীর দাখিলী লিখিত জবাবের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

লিখিত বর্ণনাতে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে প্রকারে অচল এবং তামাদি দোষে বাধিত। প্রতিপক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, বি,আই, ডব্লিউ,টি,সি এর একটি নিজস্ব প্রবিধান মালা ও সারকুলার রহিয়াছে। উক্ত সারকুলার অনুযায়ী প্রতিটি ঘাটতি ১৫,০০০ টাকার নীচে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ক্রমে এবং ইহার উর্দ্ধে হইলে তদন্ত ক্রমে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে হিস্যা মোতাবেক ঘাটতির টাকা আদায় করা হয়। দরখস্তকারীনীর স্বামী চাকুরীকালীন সময়ে ৮টি পরিবহন জনিত ঘাটতির সাথে জরিত ছিলেন। ইহার দরুণ তাহাকে চার্জশীট প্রদান করা হয়। তিনি বিলিত জবাব প্রদান করেন। উক্তরূপে তাহার স্বামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তদন্ত ও বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে তাহার স্বামীর আনুতোষিক হইতে আনুপাতিক হিস্যা হিসাবে ৪৩,৭২৬·০৪ টাকা কর্তন করা হয়। উল্লেখ্য ডেবিট নোট গুলি তাহার স্বামী চাকুরীরত থাকা অবস্থায় ইস্যু করা হয়। এমতাবস্থায়, অত্র মোকদ্দমা খরচাসহ খরিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) অত্র মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বাধিত কিনা?

(২) দরখাস্তকারীনী তাহার দাবী মোতাবেক ৪৩,৭২৬·০৪ টাকা পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর : ১ ও ২ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। দরখাস্তকারীনীর স্বামী মরহুম জয়নাল আবেদীন যে বিগত ১-১০-৬৭ তারিখে প্রতিপক্ষ সংস্থায় বার্জ লস্কর হিসাবে যোগদান করিয়া ২৭ বৎসর ৫ মাস ৮ দিন চাকুরী করতঃ ইং ৭-৮-৯৫ তারিখে চকুরীরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন এই বিষয় কোন বিরোধ নাই। একইভাবে তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীনী তাহার স্ত্রী হিসাবে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ইং ২৬-২-৮৩ তারিখে তৎকর্তৃক দেয় নোমিনেশনের ভিত্তিতে যাবতীয় প্রাপ্য পাইতে অধিকারী রহিয়াছেন তৎমর্মে কোন বিরোধ নাই। তাহার স্বামীর চাকুরী ও আনুতোষিক সংক্রান্ত বিবরণী প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পরিবহন জনিত ঘাটতি সংক্রান্তে প্রতিপক্ষের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র (প্র:-২) এর ভিত্তিতে ৪৩,৭২৬'০৪ টাকা কর্তনের নির্দেশ রহিয়াছে। দরখাস্তকারীনীর দাবী যে, এই কর্তনের জন্য তাহার স্বামীকে কোন শোকজ চার্জশীট ইত্যাদি করা হয় নাই। দরখাস্তকারীনী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পিডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ দিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের পক্ষে বক্তব্য হইতেছে যে, দরখাস্তকারীনীর স্বামীকে ঘাটতি জনিত ৮টি ডেবিট কেসে সংশ্লিষ্ট থাকায় শো-কজ ও চার্জশীট কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহার আনুতোষিক হইতে ৪৩,৭২৬'০৪ টাকা বৈধ মতে কর্তন করা হইয়াছে। ইহার সমর্থনে কর্পোরেশন নারায়নগঞ্জস্থ বহর অফিসে ম্যানেজার জনাব মো: নাসির উদ্দিন ডি, ডব্লিউ-১, হিসাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং কর্পোরেশনের পক্ষে দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে—প্রদর্শনী ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

পক্ষগণের পরস্পরের বক্তব্য ও স্বীকার্যাদির ভিত্তিতে ঘাটতি সংক্রান্ত কাগজাদির বিবরণী নিম্ন বর্ণিত 'ছকে' আলোচনা ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে প্রদর্শিত হইল :

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবানবন্দি	প্রতিবেদন (তদন্ত)	মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র।	ডেবিট নোট	মন্তব্য
(১)	ইনভয়েস নং-৩৪, তাং ১৬-৮-৮৩, দাবী ফেস নং-/ডি/২৯/৮৩-৮৪ ডেবিট নোট নং-৪৭, তারিখ ১৮-৯-৮৬ কর্তনকৃত অর্থ ৮৭১/৩২।	..	..	..	..	..	প্র:-চ	
(২)	ইনভয়েস নং-৩০, তারিখ ১২-৮-৮৩, দাবী নং/১৭/৮৩-৮৪, ডেবিট নোট নং-৫৫, তারিখ ১-১০-৮৬ কর্তনকৃত অর্থ ১০৪৬/২৯।	..	..	..	..	..	প্র:চ (১)	
(৩)	ইনভয়েস নং-১৮১/৮৫, তাং ৬-১১-৮১, দাবী-কে/৯৪/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং ৯৫, তারিখ ১৭-১২-৮৭ কর্তনকৃত অর্থ ৩৫৯০/৭৫।	প্র:ক	প্র:খ	প্র:গ প্র:গ(১) প্র:গ(২)	প্র:ঘ	প্র:ঙ	প্র:চ (২)	
(৪)	ইনভয়েস নং-৭৬/৪৪, তাং ৬-১১-৮১, দাবী/৬৪/৮১-৮২, ডেবিট নোট নং-১১৬/৪, তাং ৭-৯-৮৮ কর্তনকৃত অর্থ ২১,৫৪৭·২১।	প্র:ক(১)	প্র:খ প্র:খ-১(১)	প্র:গ-১ প্র:গ-১(১) প্র:গ-১(২) প্র:গ-১(৩)	প্র:ঘ-১	প্র:ঙ-১	প্র:চ-৩	
(৫)	ইনভয়েস নং-সিটিজি/এফসি/৯৪, তাং ২৩-৮-৮৪, দাবী/১৫/৮৪-৮৫, ডেবিট নোট নং-২৪২, তাং ১৬-৯-৯০, কর্তনকৃত অর্থ-৩,১৮৫·৬৩।	..	..	..	..	..	প্র:চ(৪)	

(৬)	ইনভয়েস নং-সিটিজি/এফসি/৩৪, দাবী ২০/৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং-৪৬২, তাং ৩-১১-৯০ কর্তনকৃত অর্থ ৮০৯·৩৫।	প্র:চ(৫)
(৭)	ইনভয়েস নং-সিটিজি/এফসি/৮৩, তাং ২২-৭-৮৪, দাবী-৭/৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং-৩২৮, তাং ৬-৮-৯২ কর্তনকৃত অর্থ ১২,২৬০·৯০।	প্র:চ(৬)
(৮)	ইনভয়েস নং-৫৩, তাং ২৪-৪-৮৫, দাবী ২/৮৫-৮৬, ডেবিট নোট নং-১৭০, তাং ১৯-৩-৯১ কর্তনকৃত অর্থ ৪১২/৫৯।	প্র:চ(৭)

ছকে বর্ণিত ৩, ৪নং ক্রমিকের ঘাটতি কেস সংশ্লিষ্ট বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, কর্পোরেশন কর্তৃক দরখাস্তকারীনীর স্বামীর উপর ঘাটতি সংক্রান্ত কারন দর্শানোর নোটিশ হয় এবং তিনি উহার জবাব প্রদান করেন এবং তৎসংশ্লিষ্টে যে জবানবন্দিও হয় তদন্ত প্রতিবেদনে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। এবং মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র ও ডেবিট নোট ইস্যু করা হইয়াছে।

অপরদিকে, ছকে বর্ণিত বিবরণীর ৭নং ক্রমিকে বর্ণিত ঘাটতি কেসের সংক্রান্ত কারণ দর্শানো, জবানবন্দি অত্র আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত না হইলেও কর্পোরেশন হইতে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-খ(২) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত প্রদর্শনী-খ(২) হইতে দেখা যায় যে, উক্ত ক্রমিকে সংশ্লিষ্ট ঘাটতি প্রসংগে বার্জের সারেং মো: সুফিয়ান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তদন্ত কর্মকতা নিয়োগ করা হয় এবং মো: সুফিয়ান অভিযোগের জবাব প্রদানে বিরত থাকায় তাহাকে সহ সংশ্লিষ্ট নাবিকগণকে দায়ী করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করা হইয়াছে। এই প্রতিবেদন হইতে ইহাই প্রতিয়মান হয় না যে, ৭নং ক্রমিকে ঘাটতি সংক্রান্তে ১২,২৬০'৯০ টাকা যাহার ডেবিট নোট, প্রদর্শনী-চ(৬) এর সংশ্লিষ্টতায় দরখাস্তকারীর স্বামী জয়নাল আবেদীনকে কোন কারন দর্শান, চার্জসীট প্রদান করা হইয়াছিল।

অপরদিকে উপরে বর্ণিত ছকে বর্ণিত বিবরণীর ক্রমিক নং ১, ২, ৫, ৬ ও ৮ নম্বরে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কেস সংক্রান্তে দরখাস্তকারীনীর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন শোকজ, চার্জসীট ইস্যু করা হয় নাই। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যাদির প্রেক্ষিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্তনকৃত অর্থের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেসে ৩নং ক্রমিকে ২,৫৯০'৭৫ টাকা ও ৪নং ক্রমিকের সংশ্লিষ্টে ঘাটতি কেসে ২১,৫৪৭'২১ টাকা, সর্বমোট ২৫,১৩৭'৯৬ টাকা কর্তনের নিমিত্ত দরখাস্তকারীনীর স্বামীর উপর কারন দর্শানো, জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন থাকায় উক্ত কর্তন যথার্থ ও আইনানুগ হইয়াছে। এমতাবস্থায় সর্বমোট কর্তন হইতে ৪৩,৭২৬'০৪ টাকা হইতে ২৫,১৩৭'৯৬ টাকা বাদ দেওয়া হইলে ১৮,৫৮৮'০৮ টাকা কর্তনের সপক্ষে প্রতিপক্ষগনের কোন আইনানুগ যথার্থতাও কার্যক্রম নাই। কাজেই, সর্বদিক বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারীর উক্ত ১৮,৫৮৮'০৮ টাকা ফেরত পাইতে হকদার।

দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, প্রদর্শনী-২ ইং ১৯-১২-৯৫ তারিখ দরখাস্তকারীনীর বরাবরে ইস্যু করা হইয়াছে এবং অত্র মোকদ্দমা ইং ৯-১১-৯৬ তারিখে অর্থাৎ ১ বৎসর পর এই মোকদ্দমা দরখাস্তকারীনী কর্তৃক দায়ের করা হইয়াছে। এই প্রসংগে তাহার নালিশী দরখাস্তের ১০ নম্বর ছত্রে এই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি প্রতিপক্ষগন কর্তৃক বে-আইনীভাবে কর্তনকৃত উপরোক্ত টাকা চাহিয়া বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কোন কাজ হয় নাই। দিন দিচ্ছি করিয়া প্রতিনিয়ত তাহাকে ঘুরাইতে থাকেন এবং তাই দরখাস্তকারীনী উক্ত টাকা আদায়ের প্রার্থনা করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইলেন এবং ১১নং জবুচেছদের তৎকর্তৃক আরও বক্তব্য রাখা হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তাহাকে অযথা ঘুরাইতে থাকেন বিধায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। তাই তিনি বিলম্ব মওকুফের প্রার্থনা করিয়াছেন।

লিখিত জবাবের ১৪ এবং ১৫ দফায় নালিশী দরখাস্তের ১০ ও ১১ নম্বর বক্তব্য অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিপক্ষগন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তা হইয়া ইহা প্রমান করিতে সমর্থ হন নাই যে, ছকে বর্ণিত ১, ২, ৫, ৬ ও ৮ নম্বর ক্রমিকের উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট ঘাটতি কেস সংক্রান্তে আইনানুগভাবে কর্তন না করায় ইহাতে ইহাই

প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীকে মিথ্যা আশ্বাসে বিলম্ব ঘটানোর উক্তি অবিশ্বাস্য করিবার কারন নাই। কাজেই, আমি সর্বদিক বিবেচনাক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, মোকদ্দমাটি যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে তামাদি দোষে দুষিত, তবুও দরখাস্তকারীনীর বক্তব্য বিবেচনায় তাহার মোকদ্দমা দায়েরের বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনার আবেদন মঞ্জুর যোগ্য। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীনীর স্বামীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থের মধ্যে ১৮,৫৮৮'০৮ টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারীনীর অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষগনকে নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারীনী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগন হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৫৫/৯৭

হায়াতুল নেছা
প্রজন্মে-নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বেক্সিমো এপারেলস লিমিটেড,
প্রতিনিধিত্বে-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
বেল টাওয়ার (ফ্লোর ২ এ এবং ২ বি)
১৯, ধানমণ্ডি বা/এ,
রোড নং-১, ঢাকা-১২০৫,
থানা-ধানমণ্ডি।

(২) সহকারী ম্যানেজার,
একাউন্টস এণ্ড এডমিনেষ্ট্রেশন,
বেক্সিমো এ্যাপারেলস লিঃ,
বেল টাওয়ার (ফ্লোর ২এ এবং ২ বি),
৭ এ, শান্তিবাগ (রাজারবাগ)—দ্বিতীয় পক্ষগণ।
থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৭, তারিখ-১১-২-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের ইং ১০-২-৯৮ তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত বিবেচিত হইল এবং মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ২৯/১৯৯৭

মোঃ নুরুল ইসলাম,
করিম মেছ,
২১২/১, ফকিরাপুল (ফাষ্ট ফ্লোর),
(নর্থ সাইড), ঢাকা-১০০০ —বাদী।

বনাম

মিঃ জে, আর, চৌধুরী,
সেক্রেটারী জেনারেল,
ইনষ্টিটিউট অফ ব্যাংকার্স,
বাংলাদেশ,
৭০/১, ইনার সারকুলার রোড,
৮ তম ফ্লোর, ন্যাশনাল স্টাট ভবন,
ফাকরাইল, থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১০, তারিখ-১৫-২-৯৮

মামলাটি চার্জ ও শুনানীর জন্য ধার্য আছে। আসামীর ১৩-১-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১ (এ) ধারায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতির প্রার্থনা সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা হইল। বাদী ও আসামী উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। আসামীর বিজ্ঞ আইনজীবী অত্র

আদালতে বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত পি, ডব্লিউ কেস নং-৩৪/৯৭ অত্র মামলার শুনানীতে আনায়ন করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মঞ্জুর। পি, ডব্লিউ কেস নং-৩৪/৯৭ আনায়ন কর হইল।

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতির বিষয়ে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং অত্র মোকদ্দমার নথি সহ পি, ডব্লিউ কেস নং-৩৪/৯৭ এর নথি পর্যালোচনা করা হইল।

নালিশী দরখাস্তের ৫ দফায় এবং আসামী কর্তৃক ১৩-১-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী ৪ অনুচ্ছেদের বক্তব্যের আলোকে ইহা স্বীকৃত যে আসামী কর্তৃক বাদীকে ইং ৩০-১১-৯৬ তারিখে তাহার চাকুরীতে পূর্নবহাল করা হয় এবং বাদীকে বেসিক সেলারী, ডি, এ, হাউজরেন্ট, ফ্রিস বেনিফিট, কনভেন্স, মেডিক্যাল, পি, এফ, ফেষ্টিভ্যাল বোনাস হেডে ২,১০,০৩০.৭৭ টাকা প্রদান করা হয়। ইহা ব্যাতিরেকে অবসর জনিত কারনে আরও ৬,৩১৩/=টাকা একুনে টাকা ২,১৬,৩৪৩.৭৭ (দুই লক্ষ ষোল হাজার তিন শত তেতাল্লিশ টাকা সাতাত্তুর পয়সা) প্রদান করা হইয়াছে এবং বাদী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে বাদীকে আসামী কর্তৃক ফুট সাবসিডি, লিভ সেলারী এবং ডিফারেন্স অব চার্জ অব গ্রেড এণ্ড বেসিক সেলারী সর্বমোট টাকা ৪০,১০০ টাকা প্রদান না করায় আদালতের আদেশ অমান্যের অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৬ ধারায় অত্র নালিশী দরখাস্ত দায়ের করা হইয়াছে এবং একই সংগে অত্র মামলার দাবীকৃত অর্থ সহ অন্যান্য দাবীতে সর্বমোট ৮৩,৯৯৬/=টাকার দাবীতে উপরে বর্নিত পি, ডব্লিউ-কেস নং-৩৪/৯৭ আসামীর বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইয়াছে দেখা যায়।

উপরোক্ত অবস্থায়, ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে যে, বাদী তাহার পূর্ন পদে পূর্নবহাল হইয়া আসামী কর্তৃক দেয় অর্থ সর্বমোট-২,১৬,৩৪৩.৭৭ টাকা গ্রহন করিয়াছেন। কাজেই ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, আসামী কর্তৃক অত্র আদালতের রায় কার্যকর করা হইয়াছে। বর্তমান নালীশী দরখাস্তে বাদীর দাবী মোতাবেক পরিশোধ না করার বিষয় এবং পি, ডব্লিউ কেসে বাদীর দাবীর প্রেক্ষাপটে ইহাও পরিলক্ষিত হইতেছে যে, বাদীর দাবীটি এন্টারটেইণ্ড বা সুনির্দিষ্ট নহে। এতদ প্রসংগে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক ১৯৮৯ বিএলডি, ভলিয়ম-৯, পৃষ্ঠা-১৬৬ তে সংকলিত লে: কর্নেল (অব) সেকেন্দার মিয়া -বনাম-প্রথম শ্রম আদালত, ঢাকা মোকদ্দমায় প্রদত্ত নজীর নিরীক্ষণ করা হইল। সর্ব দিক বিবেচনাক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, আসামীর বিরুদ্ধে বর্তমান মোকদ্দমায় আনিত অভিযোগ সমর্থনে কোন ভিত্তি নাই। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, উভয় পক্ষের শুনানীতে আসামী জে, আর, চৌধুরীর দাখিলী ১৩-৯-৯৮ তারিখের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল এবং তাহাকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামা হইতে মুক্ত করা গেল।

পি, ডব্লিউ-কেস নং-৩৪/৯৭ তাহার নিজস্ব মেরিট অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-১০/৯৭

আর, কে, ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ম্যাচ ফ্যাক্টরী) লিঃ,
শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃনং-বিডি-১০২৩,
পোস্তগোলা, ঢাকা-১২০৪।
প্রতিনিধিত্বে—ইহার সাধারণ সম্পাদক, মোঃ নুরুন্নবী —বাদী।

বনাম

(১) সিরাজুল ইসলাম, অপারেটিভ ডাইরেক্টর,
আর,কে, ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ম্যাচ ফ্যাক্টরী) লিঃ,
৩৯ নং দিলকুশা বা/এ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) এ, বি, এম, দেলোয়ার হোসেন,
উপ-প্রধান হিসাব রক্ষক,
৩৯ নং দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০ —আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১২, তারিখ ১১-২-৯৮ঃ

মামলাটি স্বাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। জামিন প্রাপ্ত আসামী (১) সিরাজুল ইসলাম ও (২) এ,বি, এম, দেলোয়ার হোসেন, অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। বাদীর ইং ১০-২-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। নথিভুক্ত রাখা হউক। বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী (১) সিরাজুল ইসলাম ও (২) এ,বি,এম, দেলোয়ার হোসেনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
১১-২-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই,আর,ও, মামলা নং-১০/৯৭

মোঃ মাইনুদ্দিন, পিতা মোঃ হেদায়েত উল্লাহ,
প্রযত্নে দেলোয়ার কনফেকসনারী,
১৩ নং কে,এম, দাস লেন,
হুনায়ন শাহর রেলগেট, ঢাকা —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সোনারগাঁও প্রিন্টার্স লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১১/২, টয়নবী সার্কুলার রোড,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সোনারগাঁও প্রিন্টার্স লিঃ,
১১/২, টয়নবী সার্কুলার রোড,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা —দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ২৪-২-৯৮

মামলাটি জবাব দাখিল করার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ উপস্থিত। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলা প্রত্যাহার করিবার দরখাস্ত দেখিলাম ও প্রথম পক্ষের বক্তব্য শ্রবন করিলাম। মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।